সানুনয় কাতরোক্তিতে কহিলেন। হে সুন্দরি আমি অদ্যাবধি আমার সর্ব্বস্বসমেত আত্মসমর্পণ তোমাতে করিয়া তোমারি অধীন হইলাম। রাজার এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া সেই স্ত্রী হাস্য করিয়া কহিল। হে মহারাজ আপনকার তুল্য পুরুষেরা সত্যপ্রতিজ্ঞ হন অতএব আপনি যদি আমার সঙ্গে সত্য করেন তবে আমি যাবৎপর্য্যন্ত এ মনুষ্যলোকে থাকিব তাবৎপর্য্যন্ত আমার এ শরীর আপনকাকে সমর্পণ করিব। রাজা কহিলেন তোমার মনোগত কি তাহা কহ আমি সত্য করিয়া কহিতেছি তাহাই অঙ্গীকার করিব ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে রাজাকে প্রতিশ্রুত করিয়া সে প্রমদা কহিল হে মহারাজ আমি স্থিরযৌবনা এবং সর্ব্ব বিদ্যাবতী আমাকে সংপ্রতি যেরূপ দেখিতেছ এবম্ভূতরূপা সূর্য্যাস্তাবধি সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত থাকি। পরে সূর্য্যোদয় আরম্ভ বেলাঅবধি করিয়া অস্তসময় যাবৎ তাবৎকাল তুরঙ্গমী অর্থাৎ ঘূড়ী হইয়া থাকি। দিবাভাগে ঘূড়ীস্বরূপে আমি যখন থাকিব তখন আপনি আমার উচ্ছিষ্ট তৃণবিষ্ঠা প্রস্রাবাদি বহিঃপ্রক্ষেপ ও আমার ঘর সম্মার্জন অর্থাৎ ঘোড়শালা ঝাঁটান ও ঝাঁটিয়া ফেলান দ্বারা অতিপরিষ্কার ও অগুরু চন্দন কুঙ্কুম আতর গোলাব প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্যেতে সুবাসিত পুষ্প মালাশ্রেণীতে ঘর সুগন্ধি করা এবং স্বয়ং আহৃত দানা ঘাস দেওয়া ও চামর ব্যজনেতে দংশমশক মক্ষিকাপ্রভৃতি নিবারণ ও খরশাতে গাত্রঘর্ষণদ্বারা বর্দ্ধিত লোম শাতনাদিরূপ শরীরের ব্যাপার প্রতিদিন করিবা অন্য যেন কখন না করে এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা কর। রাজা কামাতুরতা দোষে তৎক্ষণমাত্রে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে সত্য করিয়া স্বীকার করিলেন। এতদ্রূপে কাশ্মীররাজ প্রতিজ্ঞাত হইয়া সে রাত্রি ঐ নিকুঞ্জে নৃত্যগীতবাদ্য হাস্য পরিহাস্যপূর্ব্বক বহুবিধ ক্রীড়া কৌশলে সেই অঙ্গনা সঙ্গে কাম রঙ্গে কালযাপন করিয়া প্রত্যূষে ঐ তুরঙ্গীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া স্ব রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরে উদ্যানমধ্যে নির্জন স্থানে দিব্য অট্টালিকাতে সুবর্ণ শৃঙ্খলায় সেই তুরগীকে বন্ধন করিয়া অনুদিন বাসরভাগে পূর্ব্বস্বীকৃত অশ্বীসেবা কার্য্য স্বয়ং করত নিশাতে সেই সুন্দরী সম্ভোগমাত্রপরায়ণ হওত সকল স্বকীয় লোককে সে স্থানে আসিতে নিষেধ করিতে দ্বারপালদিগকে আজ্ঞা দিয়া সমস্ত রাজব্যাপারহইতে অহোরাত্র বিরত হইয়া

কেবল অশ্বপাল অর্থাৎ ঘোড়ার সহিস হইয়া থাকিলেন। ইহাতে ঐ কাশ্মীররাজের সর্ব্বত্র বিরাগ ও অখ্যাতি দিনে২ অধিক হইতে লাগিল তথাপি রাজার তুরঙ্গমীসম্ভোগানুরাগের কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কোচ হইল না প্রত্যুত উত্তরোত্তর অত্যন্ত হইতে লাগিল। এইমতে কিছু দিন গেলে পর একদা বিদুরনামে পরমধার্ম্মিক কারুণিক সাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞানী কাশ্মীররাজমিত্র সৌহার্দ্দরক্ষার্থে রাজসাক্ষাৎকার করিতে কাশ্মীররাজ রাজধানীতে আইলেন। পরে পৌরজনপ্রমুখাৎ স্বসুহৃৎ কাশ্মীররাজের সবিশেষ সমস্ত বিষয় নিঃশেষ অবগত হইয়া বয়স্যের কদাচরণে যথেষ্ট দুঃখী হইয়া দ্বারিনিবারণ না শুনিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত রাজপ্রিয় বন্ধু বিদুর উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিভৃতে গুপ্তরূপে থাকিয়া কাশ্মীররাজের দৈবগত্যা কামুকতাপ্রযুক্ত স্ত্রৈণতা দোষে অশ্বের বিষ্ঠামূত্র পরিষ্কারাদি অতিক্ষুদ্র কর্ম্ম স্বহস্তে করাতে অতিশয় গৌরবলাঘব জানিয়া সাক্ষাৎ হইলে সখা অতিবড় লজ্জা পাইবেন এই বিবেচনায় দেখা না করিয়া উপবনহইতে নির্গত হইলেন। তদনন্তর মিত্রের তাবৎ রাজধর্ম্মবিনাশক বুদ্ধিদূরকরণ তাৎপর্য্যে শেষে উপকার তাৎকালিকাপকারপ্রায় ব্যাপার করিতে দ্বারকানগরীতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি নরাবতার স্বয়ং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রণাম প্রেমালিঙ্গন শরীরগতিক মঙ্গল প্রশ্নপূর্ব্বক যদুপতিকে বিদুর নিবেদন করিলেন হে যদুনাথ আমার প্রিয়বান্ধব কাশ্মীররাজের তত্ত্ব করিতে আমি কাশ্মীরে গিয়াছিলাম তাঁহাকে দেখিলাম যে তিনি এক তুরঙ্গী সম্ভোগমাত্রে অনুরক্ত হইয়া সমস্ত রাজাচারপরিভ্রষ্ট ও বিনষ্ট ধর্ম্মা ও কামজ দোষে ব্যাসক্ত হইয়াছেন। কাশ্মীররাজ নানাগুণোপেত তাঁহার যে শিশ্নোদরপরায়ণতা ইহাতে বুঝি যে সে ঘোটকীর অসাধারণ গুণ কিছু থাকিবে অতএব লোকে দুর্লভ সেই অশ্বরত্ন গ্রহীতব্য বটে। বিদুর এতদ্রূপে কৃষ্ণের প্ররোচনা জন্মাইয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দূতের দ্বারা কাশ্মীররাজের কাছে পত্র পাঠাইলেন সে লিপির পাঠ এই হে কাশ্মীররাজ তুমি তুরঙ্গীসম্ভোগী না হও আমি তোমার যদ্রূপ বিদ্রূপ ও অযশস্কর হাস্যাস্পদ কদর্য্য সচরাচর দুষ্প্রবৃত্তি শুনি ইহাতে বুঝি তোমার প্রাণাধিক প্রে

য়সী যে তুরঙ্গী সে তোমার সর্ব্বনাশী কালভুজঙ্গী অতএব তৎ পরিত্যাগ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য আমি তোমাকে অনুপম কোটি ঘোটকী দিব তুমি আমাকে ঐ অশ্বী প্রতিদান কর অন্যথা আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। দূত এতাদৃশ কৃষ্ণহস্তাক্ষর লেখন লইয়া কাশ্মীররাজ মন্ত্রিকে দিল অমাত্য উপায়দ্বারা রাজ সন্নিধানে পত্র প্রেরণ করিলেন রাজা পত্র পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বে থাকিলেন উত্তর দেন না। বার্ত্তাবহ কএক দিবস উত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষাতে সেথা থাকিয়া প্রত্যুক্তি না পাইয়া দ্বারাবতীতে আসিয়া কৃষ্ণকে সমাচার নিবেদন করিল।

কৃষ্ণ পত্রে কাশ্মীররাজের তাচ্ছল্য বুঝিয়া তাহার শিক্ষার্থ সসজ্জ চতুরঙ্গিনী নারায়ণী সেনাসমভিব্যাহারে কাশ্মীররাজ রাজধানীতে গিয়া রণবাদ্য কোলাহলে রাজধানী আচ্ছন্ন করিলেন। কাশ্মীররাজ যুদ্ধার্থি কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণজন্য ভয়েতে পলায়নমাত্র পরিত্রাণ মানিয়া ঐ তুরঙ্গীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া হাস্তিন নগরী গিয়া দুর্যোধন নামে সার্ব্বভৌমকে সাহায্য ও শরণ প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণহইতে অভয় প্রার্থনা করিলেন। দুর্যোধন সম্রাট ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ সঞ্জয়প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন হে কাশ্মীররাধিরাজ কৃষ্ণ আমার রিপুবর্গের মিত্র অতএব মদীয় অমিত্র যদ্যপি হউন তথাপি যৎকুৎসিত তুচ্ছ একটা ঘোটকীর কারণে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধকরাতে আমার অতীব রাগান্ধতা লোকতঃ প্রকাশ হবে তাহাতে বড় লোকেরদের গৌরব গ্লানি মানহানিকর কর্ম্ম করা হয়। আমি কিছু তোমার বিপক্ষ পক্ষপাতী নই এবং কৃষ্ণহইতে ভীতও নই কিন্তু কেবল উভয়ের অবুদ্ধিপূর্ব্বকারিতা দোষ পরিহারার্থে তোমাকে এক সদ্যুক্তি কহি তুমি তাহাই কর। ভেদ সাম দান উপায়ত্রয়েতে অশক্য এবিষয় তদর্থে যে যুদ্ধবিগ্রহ চেষ্টিত হয় সেও দুর্জয় শত্রুর সঙ্গে ক্ষুদ্র দ্রব্যার্থে কৃত হইলে যদি জয়ও হয় তথাপি তাহাকে পরাজয়ই জানিবা কেননা নীতিবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ যুদ্ধজয়েতে না কীর্ত্তি না লাভ কিন্তু তাদৃশ নিষ্প্রয়োজন হয় যদি বা পরাজয় হয় তবে সে মৃণ্ময় কলস ছিদ্র রোধার্থে দুর্ম্মূল্য রত্নচূর্ণন ন্যায় হয়। অতএব হে কাশ্মীররাজ নিষ্ফল ও স্বল্প প্রয়োজন বহ্বারম্ভ বিহিত নয়। অতএব তুমি লালসা ত্যাগ করিয়া ঘোটকী নন্দগোপ

বালককে দেও আমি তোমাকে উত্তমং তুরঙ্গমী শত দিব। দুর্যোধনের এ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশ্মীররাজ অর্থতঃ ঈপ্সিত প্রার্থনা ত্যাগ করিয়া আপনাকে অপমানিত মানিয়া তথাহইতে লজ্জাতে পরাঙ্মুখ হইয়া উৎকণ্ঠিত হওত অন্য উপায় না পাইয়া প্রাণপ্রায় প্রেয়সী তুরঙ্গমী সমারূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠির ভীমসেন অর্জুন নকুল সহদেব নামে পঞ্চপাণ্ডবসমীপে উপনীত হইলেন। এবং ধর্ম্মপুত্রপ্রভৃতি পঞ্চভ্রাতাকে প্রত্যেকে কৃষ্ণচেষ্টিত নিবেদনপূর্ব্বক শরণ প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধের সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন তাহাতে কৃষ্ণসঙ্গে অনুপম প্রেমের ভঙ্গ শঙ্কাতে তৎপ্রার্থনা বিমুখ যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পৌনঃপুন্য নিবারণ না শুনিয়া তাঁহারদের অসম্মতিতে সর্বীর্য্য বলিষ্ঠশ্রেষ্ঠ গোঁয়ার মধ্যম পাণ্ডুনন্দন কাশ্মীররাজকে মাভৈর্মাভৈঃ শব্দ করত অভয়প্রদান করিয়া শরণাপন্ন রক্ষার্থে প্রাণান্তপর্য্যন্ত স্বীকার ও সৌভ্রাত্র ও কৃষ্ণসৌহার্দ্দ ত্যাগ করিয়া বাহুপ্রস্ফোট ধ্বনি প্রতিধ্বনি করিয়া দক্ষিণ করে মহামুদ্গর উঠাইয়া রণস্থানে কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এবং কাশ্মীররাজের ঘোটকী সহিত কুরুক্ষেত্র পলায়ন শ্রবণে কৃষ্ণও সসৈন্যে তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি চারি ভাইও অতিপ্রিয়তম ভ্রাতৃ ভীমের ইচ্ছানুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আনুগত্য অঙ্গীকার করিলেন।

এইরূপে ভীমসেনের একাকী অসহায়ে রণপ্রবৃত্ত হওয়ার বার্ত্তাশ্রবণে ভীমদ্বেষি দুর্যোধন এক বিষয়াভিলাষি জ্ঞাতি বিপক্ষ পাণ্ডুপুত্রেরদের আত্মকলহ গৃহবিচ্ছেদ পরস্পর বৈরূপ্য দর্শনজনিত নিজহর্ষের সহস্র গুণ অধিক আহ্লাদে আনন্দিতান্তঃকরণ হইয়া ষাঁড়ের শত্রু বাগে খাইল ইহা মনে করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপপ্রভৃতিসমভিব্যাহারে অমিত্র স্বজন কুলনন্দনের কৌতুক দর্শনার্থ পূর্ব্ব প্রাতিকূল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের আনুকূল্য স্বীকার করিয়া তৎসহকারী হইলেন। কণ্ঠের হার ঘোটকী ক্ষণমাত্র তাহার বিরহে অসহিষ্ণু কাশ্মীররাজ ঘোটকীকে ছাড়িয়া এবং কৃষ্ণ বলাৎকারে তুরঙ্গমীকে ছাড়াইয়া অবশ্য লইবে এবম্প্রকার উৎকট সম্ভাবনাতে ঘোটকীর উপরে চড়িয়া স্বয়ং যুদ্ধস্থান প্রস্থানে অশক্ত হইয়া অন্তঃপুরের অন্ত

রালে অর্থাৎ ভিতরে একান্তে তুরগী গললগ্ন স্বর্ণশৃঙ্খলা দক্ষিণ হস্তেতে ধরিয়া বামহস্ততলে গণ্ডস্থলার্পণ করিয়া এক দৃষ্টিতে অনুক্ষণ তুরঙ্গীমুখ নিরীক্ষণ করত লুক্কায়িত হইয়া থাকিলেন। যুদ্ধভূমিতে মহাযুদ্ধসমারোহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুন্তী দ্রৌপদীপ্রভৃতি মহারাজ্ঞীরা হায় এ আপদ কোথাহইতে উপস্থিত হইল এ কি দুর্ঘট প্রমাদ ঘটিল স্বপ্নের অগোচর এ মহোপদ্রব কেন হইল অকস্মাৎ ইত্থম্ভূত দুর্ঘটঘটনা কাহাহইতে হইল হায়২ তাদৃশ নিরুপম অন্তরঙ্গতাতে এতাদৃশ অসম্ভাবিত বহিরঙ্গভাব হইল অমৃতে বিষ উপজিল। হে ঈশ্বর তোমার মনে কি এই ছিল ধন্য তোমার ইচ্ছাতে কি হইতে না পারে এইরূপে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রস্নেহে অস্তব্যস্ত হইয়া মহারাজমাতা কুন্তী মুহুর্মুহু র্বিলাপ করিতে২ অন্তঃকুপিতা হইয়া দাসীবর্গকে আজ্ঞা দিলেন ওলো দাসীরা দেখতো সে সর্ব্বনাশে অল্পায়ে পোড়াকপালে হাবাতে কোথা আছে। চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেত্র কেহ সম্মার্জনী অর্থাৎ খেঙরা কেহ চর্ম্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জনতর্জন ভৎর্সন করত রেরে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার স্ববংশ পাংশুল রণকাতর যুদ্ধপরাঙ্মুখ নির্লজ্জ খট্টারূঢ় ব্যলিক নিঃসাহস সহিস্ কুড়িয়া বেটা তোর নিমিত্তে আমারদের ভীম মা ভাই স্ত্রী পুত্র খুড়া খুড়ী জ্যেঠা জ্যেঠী ঝি জামাই মামা মামী পিসা পিসী মাসুয়া মাসী শ্বশুর শাশুড়ী বেহায়ী বেহানী শ্যালা শ্যালি ভাইজ ভাইবহু ভাএড়াভাই তাউইপ্রভৃতি স্বজনেতে নির্ম্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালন ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন। তুই তুচ্ছ একটা ঘুড়ীর মমতা ত্যাগে অপারক হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া কোণের মাঝে চুপ করিয়া বসিয়া আছিস ছি ছি ধিক্ তোকে জন্মিয়া না মরিলি কেন ওরে পোড়ামুখ পোড়াকপালে কুক্ষণজন্মা তোরমুখে ছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা গোল্লায় যা চুলায় যা মারতো বাঁপাতে নাতি মার ঝাঁটা মার জুতা মার বেত তোরজন্যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল দূর হ দূর হ এবম্বিধ বহুবিধ কটুকষায় নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক বাক্যে অনেক গালাগালি দিল।

কাশ্মীররাজ হাঁ ও ভেলং করিয়া দাসীরদের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন পরে দাসীবর্গের কঠোর কুবাক্যে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া ও ম্রিয়মাণ হইয়াও ঘোটকী ত্যাগে সর্ব্বথা অসামর্থ্য মানিয়া তাহার উপরে আরোহণ করিয়া অগত্যা ভীমসমীপে আগত হইলেন। এইরূপে কাশ্মীররাজের রণস্থলে উপনীত হওয়ামাত্রে কাশ্মীরতুরঙ্গমী অসংখ্যাত ধনুর্দ্ধরের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ যে করে অথচ অস্ত্রশস্ত্র শাস্ত্রে অতিপ্রবীণ সে অতিরথী হয় ও দশসহস্র ধনুর্দ্ধরের সঙ্গে যে একক বিগ্রহ করে ধনুর্বিদ্যাতে ও নিপুণ তাহাকে মহারথী কহি আর যে এক ধানুষ্কের সমভিব্যাহারে রণ করে সে এক রথী হয় তন্নূন্য যে সে অর্দ্ধরথী এতাদৃশ পঞ্চরথী সমবায়ে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রদত্ত শাপান্তকাল প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রদত্ত অভিশাপেতে প্রাপ্তাশ্বদেহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ উর্ব্বশীনাম্নী স্বর্বেশ্যা স্বরূপ ধারণ করিয়া কাশ্মীররাজের প্রতি কটাক্ষপাতমাত্রও না করিয়া আকাশপথে বিদ্যুল্লতা তুল্য চকিতমাত্রে স্বর্গ গমন করিল।

কাশ্মীররাজ ভেকুয়া হইয়া নেত্রগোচরপর্য্যন্ত আকাশ পথ নিরীক্ষণ করিয়া নেত্রপথাতীত হইলে পর হায়হায় হতোঽস্মি হতোঽস্মি এইমাত্র শব্দ উচ্চৈঃস্বরে ধারাবাহিক ও কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুজলে স্নান ও কর্দ্দমীকৃত ভূমিতলে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরে লুঠিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির দুর্যোধনপ্রভৃতিরা কাশ্মীররাজকে অতি বড় স্ত্রৈণ জানিয়া ভ্রুকুটী কটাক্ষ দৃষ্টিপূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করিয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দুর্যোধন বিষণ্ণ হইয়া অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রণদিদৃক্ষু নগরীয় প্রজালোকেরা ব্যঙ্গ বট্‌কেরা করিয়া করতালি দিতে লাগিল। কালিদাস কহিলেন হে মহারাজ অবধান করুন স্ত্রৈণ্য দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়া অন্যেরও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে অতএব স্ত্রৈণতাদোষ যদ্যপি সমস্ত মনুষ্যের বর্জনীয় হয় তথাপি রাজা ও রাজপুরুষেরদের বিশেষতঃ সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য।

উজ্জয়নীপতি মহারাজ কশ্মীরতুরঙ্গমী কথার সমস্ত তাৎপর্য্য

অবগত হইয়া কালিদাসকে হস্তে ধরিয়া বেলাবসানে উপবনে চলিলেন উদ্যানে গিয়া জাতি জূথি মালতী মল্লিকা নবমল্লিকা শেফালিকা সেবন্তিকা পাটল সেবন্তিকা পুন্নাগ নাগকেশর সরোজ কুমুদ কহ্লার কেতকী চম্পক কনকচম্পক টগর গন্ধরাজ বক করবীরাদি বহুবিধ পুষ্পমালঙ্ক শোভাদর্শনে ও ভ্রমর গণগুঞ্জিত কোকিলাদির গানেতে ও সুশীতল সুগন্ধি মন্দমন্দ বায়ু সুখস্পর্শেতে ও শিষ্টালাপামৃত রস ধারাতে পরমাপ্যায়িত কালিদাসকে সানন্দচিত্তে সবিনয়ে পারিতোষিক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া স্বস্থানে বিদায় করিয়া সায়ংসন্ধ্যাদি নিত্য ক্রিয়াকরিতে দেবালয়ে গমন করিলেন।

তদনন্তর এক দিবসের পর কালিদাস রাজপ্রসাদলব্ধ সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণেরদিগকে বিতরণ করিলেন তাহাতে রাজদ্বারে অভ্যাগত যাচকেরদের অনাগমননিমিত্তক প্রাত্যহিক শত সুবর্ণ দানের অনিষ্পত্তি হওয়াতে ঈষদন্তঃ কোপাবেশে মহারাজ কহিলেন হে দানাধ্যক্ষ সভাপণ্ডিত আজি অবধি নিত্যদত্ত শতসুবর্ণ স্বীকার একলা কালিদাসই করুন ও দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ প্রভৃতির দারিদ্র্য দূরকরিয়া ভিক্ষার্থিবাঞ্ছাপূরক ও দীন দৈন্য দূরকারী হউন। কালিদাস অতিবড় দানশৌণ্ড হইয়াছেন এ কথা পরম্পরায় কালিদাস শুনিতে পাইয়া রাজার অন্তঃক্রোধ বুঝিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন পরপ্রভুত্ব প্রাগল্ভ্যের অসহিষ্ণুতা রাজার স্বভাবসিদ্ধ বটে আমার বিতরণে রাজা বিরক্ত হইয়াছেন নৃপতি অনুরক্ত থাকিলেও পরিশঙ্কনীয় হন। অতএব আমাকে কিছু দিন দেশান্তরে যাইতে হইল এইক্ষণে রাজসন্নিধানে থাকা উপযুক্ত নহে। ইহা মনে করিয়া এক দিবস অবকাশমতে রাজাকে বিজ্ঞপ্তি করিলেন হে মহারাজ একস্থাননিবাসি পুরুষ কূপমণ্ডূক প্রায় হয় একারণে বুদ্ধি বৃদ্ধিকর দেশপর্য্যটন ও সভারোহণ পুরুষের কর্ত্তব্য। অতএব আমি কিছু দিনের নিমিত্তে বিদায় চাহি। রাজা এ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ভাল অল্পকালের জন্য তোমাকে বিদায় করিলাম শীঘ্র আইস গিয়া। এইমতে রাজসাক্ষাৎ বিদায় হইয়া বাটীতে আসিয়া মনে বিচার করিলেন কোথায় যাব শুনিয়াছি ভানুমতীর পিতা বড় মায়াবী কাপটিক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে আমা

কে নূতন কবিতা যে শুনাইবে তাহাকে আমি চতুর্লক্ষ সৌবর্ণিক হূন দিব এতাদৃশ প্রতিজ্ঞারূপ মায়াজালে পাতন করিয়া অনেক নব্য কাব্যকারি কবিরদিগকে শ্রুতিধর দ্বিঃশ্রুতিধর ত্রিঃশ্রুতিধর পণ্ডিতদ্বারা অপ্রস্তুত করিয়া অপমানিত ও নিরাশ করিতেছেন। অতএব আমি ভোজরাজের সভাতে গিয়া সে সমস্ত দুরন্ত দুষ্ট অশিষ্ট দুরাত্মাদের কাপট্য নিরাশ করিয়া তাহারদিগকে নিরস্ত করিব এই মনে করিয়া ভোজদেশে যাত্রা করিলেন।

ভোজরাজের পুরীতে গিয়া এক নূতন কবিতা করিলেন সে কবিতার অর্থ এই। ভোজরাজের পিতা যজ্ঞদত্ত অধমর্ণ কালিদাসনামক উত্তমর্ণের স্থানে ইয়ৎ শকের প্রভব সম্বৎসরে বৈশাখের দশম দিবসে অষ্টাদশ লক্ষ কোটি সুবর্ণ ঋণ লইলেন। তাঁহার পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে পরিশোধ করিবে এ বিষয়ে সাক্ষী অমুকামুকনামা শ্রুতিধরাদি পণ্ডিতেরা। এই কবিতা রাজসাক্ষাৎ সভাতে বারম্বার পাঠ করিয়া ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ তোমার পিতা পরম ধার্ম্মিক পুত্রবৎসল ত্রিভুবনবিদিত ছিলেন তিনি আমাহইতে যে এই কর্জ্জ লইয়াছেন সে সত্য তোমার সভাসদ ব্যুৎপন্ন বুধগণ অর্থসহিত এ প্রাচীন কবিতা জানেন অতএব তাহা তুমি দেও যদি না জানেন তবে আমার এশ্লোক নূতন হইল তাহা আমি তোমাকে শুনাইলাম তবু আমাকে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা তোমার দেয় হয় তাহা দেও। এই মতে কালিদাস ভোজরাজকে তৎপিতৃকৃত উদ্ধার অর্থাৎ উধার তাঁহার শ্রুতিধর পণ্ডিতবর্গেরি সাক্ষ্য অসিদ্ধকরণ ছলে নবীন কবিতাকে শ্রুতিধর কবিরা ছলক্রমে পুরাতন করিয়া অনিষ্ট করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে নিজরচিত নব কবিতার শ্রবণ করাইলে পর শ্রুতিধরেরা পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া কর্ণাকর্ণি অর্থাৎ কাণাকাণি করিতে লাগিলেন। ভোজরাজ পিতৃঋণের আবেদন শুনিয়া উভয়তঃ সঙ্কট ভাবনাতে মৌনী হইয়া থাকিলেন।

তদনন্তর কালিদাস কহিলেন হে ভোজরাজ ব্যবহার শাস্ত্রে নিরুত্তর প্রত্যর্থী অর্থাৎ আসামীকে একপ্রকার হীনবাদী অর্থাৎ পরাজিত করিয়া কহিয়াছেন তাহা হইল। রাজা কহিলেন আ

পনি এইক্ষণে বাসায় যাউন বিবেচনা করিয়া উত্তর দেওয়া যাবে। কালিদাস কহিলেন ইহার মিয়াদ কত দিন রাজা আজ্ঞা করিলেন এক রাত্রি। কালিদাস কহিলেন বড় ভাল কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত সাক্ষিরদের আসেধ অর্থাৎ আটক করা উপযুক্ত হয় ইহাঁরা পাছে পলায়ন করেন। এবম্বিধ ব্যঙ্গ বাক্যে সসভ্য ভূপালকে জর্জর করিয়া কালিদাস বাসায় গমন করিলে ভোজ রাজ শ্রুতিধরদিগকে লইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। হে সভাসদেরা এ বড় অদ্ভুত আমি ভোজ ভোজবাজী জগদ্বিদিত আমার বাজির উপরে এ বামনার বাজী অধিক হইল বিটলিয়া ভাল বাজী দিয়াছে ঋণাপবাদ দিয়া আমাকে পাজী করিতে মনস্থ করিয়াছে বুঝি আমার জামাই বাবাজির ইহাতে কিছু পক্ষপাত ও কটাক্ষ থাকিবে ভাল বুঝা যাবে। কিন্তু সংপ্রতি এ অকষ্টবন্ধের উপায় কি তাহা চিন্তা কর। এই রাজবাক্য শুনিয়া সভাবিলক্ষণ নামে একজন বিচক্ষণ কহিলেন হে মহারাজ অনেককাল হইল এক কথা কেবল শুনাছিল কিন্তু কালিদাস হইতে তাহার অর্থ হইল। রাজা কহিলেন সে কথা কেমন। সে পণ্ডিত কহিলেন মহারাজ শুনুন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে দ্বিতীয় কুসুমং।

তৃতীয় কুসুম।

দণ্ডকারণ্যে ধূর্ত্তশিরোমণিনামে এক শৃগাল বাস করে সেই বনে ব্যাঘ্রদম্পতীও থাকে। নবপ্রসূতা ব্যাঘ্রী ছানাগুলিনকে ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া বাসাতেই থাকে কেবল ব্যাঘ্র আহার আহরণ করিতে যায় বনমধ্যে ইতস্ততো পরিভ্রমণ করত নানা জাতীয় জন্তু হত্যা করিয়া আপনি স্বচ্ছন্দরূপে শোণিত পিয়া মাংস খাইয়া কোমল মাংস আনিয়া দিলে ব্যাঘ্রী অনায়াসে পরমসুখে ভক্ষণ করে। এইরূপে বাঘ বাঘিনী হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শিয়াল তারদের কাদাচিৎক উচ্ছিষ্ট পুচ্ছ খুর চর্ম্ম অস্থিমাত্র চর্ব্বণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তিতে অতিকষ্টে কালক্ষেপ করে। একদা ঐ বঞ্চক মাৎসর্য্যদোষে দুষ্টচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল আহা কি সুন্দর মাংসখণ্ড এ বেটাবেটী খায় আমি খাইতে

পাই না এ কি প্রাণে সহে যদি কোন গোচে এ বাঘিনী মাগীর খাবার মাংস খাইতে পারি তবেইতো মনের সাধ মিটে। শৃগাল এই চিন্তা করিয়া ব্যাঘ্রের বাসার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ঘাড় অল্প বাঁকা করিয়া ভয়েতে সচকিত নেত্রে ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করত একাকিনী বাঘিনীকে মাংসাহার করিতে দেখিতে পাইয়া হন্‌হন্ করিয়া হঠাৎ ব্যাঘ্রীনিকটে আসিয়া পশ্চাৎ পাদদ্বয় চাপিয়া বসিয়া অগ্রিম দক্ষিণচরণ ভূয়োভূয়ঃ লাড়িয়া অত্যন্ত ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে ব্যাঘ্রীরদিগে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া নিষ্ঠুর কঠোর বাক্য কহিতে লাগিল ওলো ছেঁচড়া লক্ষ্মীছাড়া মাগী তোর ভাতার অলক্ষণে ছেঁচড় বেটা কমনে গেল আমার যে এক শত ভার সদ্যঃ স্নিগ্ধ নিরস্থি উপাদেয় আম মাংসপিণ্ড কর্জধারে তার কি তা মনে নাই ঋণ কেমন বালাই তাহা বুঝি জানে না যেমন গর্ভ তেমনি ঋণ গ্রহণ সময়ে বড় সুখ মোচনকালে মার্গ চড়২ করে দুঃশীল ব্যলীক বেটাকে প্রায় একমাস হইলো আমি প্রত্যহ খুজিতেছি দেখাই পাওয়া যায় না আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয় বসিয়া আছি তাহার খোজ খবরই নাই নিশ্চিন্ত হইয়া নাভিতে তেল দিয়া আমার দত্ত মাংসভোজনে মাগুকে চিক্কণা করিয়া পিণ্ডীশূর গেহনর্দী বেটা বসিয়া আছে আন মাগী আজি বেবাক সকল মাংস লইব তবেই উঠিব।

শৃগাল সদাগরের আমার কর্জ দে এই শব্দ শুনামাত্রে ব্যাঘ্রী ভয়েতে কাতরা হইয়া অস্তব্যস্তে ধড়পড় করিয়া উঠিয়া পিছাড়ী দুই পায় বসিয়া আগ্না দুই পায়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া অত্যন্ত বিনয়ে নিবেদন করিল। হে শৃগাল উত্তমর্ণ মহাশয় কর্ত্তা আসুন যে বিহিত হয় তাহা করিবা আমি স্ত্রীলোক কি জানি স্ত্রীজাতি খায়দায় ঘরকর্ণা করে দেনা লেনা পাওনা ও আয়ব্যয় স্থিতি অর্থাৎ আমদানী খরচ জমা এ সকল লেঠা বড়ো ঠক্‌ঠকি সে সকল লট্‌খট্ কি গৃহপঞ্জর কোকিলা চপলা অবলা জাতি করিতে পারে মাসের উপাসী কি পারণা সহিতে পারে না এতদিন যদি গেল আরো কিঞ্চিৎকাল সামাইকর তোমার গর্জন তর্জনে আমার ছেলিয়া পিলিয়া গুলিন ডরিয়াছে। এই দেখ ভেল২ করিয়া চাহিয়া আছে তোমার কি শরীরে কিছুই দয়া নাই

মাগো এ কি স্ত্রী বালকের উপর এত কেন। ক্ষমা কর স্থির হও হে রাম মর্ম্মান্তিক কটু কষায়ণ রুক্ষ কতোকগুলাক বলিয়া গালি দিলে কি হবে। শিয়াল বাঘিনীর এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে থরথর করিয়া কাঁপিতে২ দাঁত কড়মড় করিয়া বাঘিনীর পানে কট্মট্ করিয়া চাহিয়া কহিল বেদড়া মাগী উনি কিছুই জানেন না কেবল খাবেন এই জানেন আরে মাগি ইহা কি কখন শুনিস নাই ভর্ত্তা যদি রোগী ও প্রবাসী হয় তবে ভার্য্যাকে গৃহব্যাপার সকলই করিতে হয়। ভার্য্যা স্বামির শরীরার্দ্ধ হয় পতির ধন স্ত্রীর ধন পতির দেয় স্ত্রীর দেয় পতির আদেয় স্ত্রীর আদেয় হয়। এই যে ছাগুলাককে আমার২ কহিতেছিশ সে ছাগুলাক কি বাপের ঘরহইতে আনিছিলি মর মাগী যা২ তোর যদি এককালে সকল দিবার যোত্র না থাকে তবে যেমন সঙ্গতি কিছু২ করিয়া ক্রমে২ দে। ঋণ ব্রণ কলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি।

বাঘিনী শিয়ালের এই বচন শুনিয়া মরুক যা এক্ষণে কিছু দিলে যদি এ পাপ আপদ্ যায় তবে ছেলেরদের এঁঠো মাংস যা আছে তাহাই কিছু দি এ বালাই দূর হউক ইহা মনে করিয়া এক খান মাংস ফেলিয়া দিল। শৃগাল তাহা অল্প জানিয়া মাতা লাড়িয়া কহিল উঁহুঁ এতেতো কিছু হবে না ঢের করিয়া দে ইহাতে ব্যাঘ্রী আবার কিছু ফেলিয়া দিল। এইরূপে বঞ্চক ব্যাঘ্রীকে বঞ্চনা করিয়া চারি দিগে অবলোকনকরত অতিবেগে দ্রুতগতিতে গমন করিল। তদনন্তর নিশাবসানে ব্যাঘ্র পদভরে ভূকম্পপ্রায় করত বহুতর মাংস লইয়া ব্যাঘ্রীকে ভক্ষণ করিতে দিয়া পর্য্যটনপরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ অকাতরে নিদ্রা গেল। ব্যাঘ্রী ইষ্টদর্শন লাভ ভোগজন্য ত্রিবিধ অনন্দে মগ্না হইয়া সুপ্তোত্থিত স্বামিকে শৃগাল উত্তমর্ণের সংবাদ কহিতে ভুলিয়া গেল। এই রূপে প্রতিদিন শৃগাল মাংস লইয়া যায় ব্যাঘ্রীর পতিকে কহিতে মনে পড়ে না। ইহাতে শৃগাল দিনে২ উত্তম মাংসাহারে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া শরীর নিরীক্ষণ করত থাকে। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে পর এক দিন শৃগালের কথা হঠাৎ বাঘিনীর মনে পড়িলে স্বামিকে সম্বোধন করিয়া কহিল ও গো অমুকের বাপ শুনতো তোমার এ কি তুমি না কি একটা শিয়ালের ঠাঁই

এক শত ভার মাংস কর্জ লইয়াছো। তুমি শূর স্বয়ং ঘাতিত পশু মাংসব্যতিরেকে অন্য মাংস খাও না ও মা এ কি ছোট লোকের স্থানে কর্জ কর। সে ছার বেটা মাগুরাঁড়িয়া গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে কতো বা গালাগালি দেয় নানাপ্রকার অপমান ও ভর্ৎসনা করে মুক্ক করে চক্ষু ঘুরায় দন্ত কড়মড়ি করে আরতো কত কুবাক্য কয় তাহা কি কহিব আমি মেয়ে মানুষ আমার উপর এত জঞ্জাল সে নির্বংশিয়া অল্লায়ের বিকট মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ অমনি উড়িয়া যায় আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায় এ পোড়াকপালীর মরণ হয় না এত সহিতে হইল মনে হয় গলায় দড়ি দিয়া মরি। ছালিয়াগুনি অক্রুবাণ দুগ্ধপোষ্য কেবল এই বাছারদের মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকি।

ব্যাঘ্রীর এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র কহিল ছি২ এ কি এমন অমঙ্গল কথা কেন সে বেটা অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র তীর্থকাক পরপিণ্ডাশী আত্মম্ভরি তার কথাও কথা তাতে আবার তুমি এতো দুঃখ কর ও হো ফুস কথা। আমার কথা ওদিগে থাকুক তুমি যদি একবার চক্ষু ঘুরাইয়া ভ্রুকুটী করো তবে কোথা পলাইবে তাহার পথ পায় না লাঙ্গুল পোঁদে গুঁজিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায় তাহার দিশাই পাওয়া যায় না মরুক গিয়া সে আমার লক্ষ্য নয় তার কথা অগ্রাহ্য হেতাসেতা বেড়াইয়া বড় বেজার হইয়াছি কাছে আইস হাঁসিয়া কথা কও। পতির এইবাক্যে বাঘিনী স্ত্রীবুদ্ধিপ্রযুক্ত প্রকারান্তর বুঝিয়া অল্প মানিনী হইয়া কহিল বটে এমন তবে না হবে কেন হবেইতো সে আমাকে এত অপমান করে তাহা আবার অগ্রাহ্য হয়। যাওমেনে বুঝা গেল ও মা তোমার মনে এতো ছিলো সে কোটনার মাগু তোমার সোয়াগিনী হইয়াছে হউক আমাকে কেন শিয়াল দিয়া কাটাও তাকে লইয়াই আজি হইতে ঘর কর আমার কি মা বাপ ভাই বুন কেহ নাই হায় ইহাও হইল এ অমৃতে বিস উপজিল সকলি আমার কপালে করে তোমার কি দোষ। হে বিধাতা তোমার মনে কি এই ছিল এতকালে সতিনের জ্বালায় জ্বলিতে হইল আমি জন্মিয়া কেন না মরিলাম এ পোড়ামুখীর মুখে আগুন কেন না লাগিল।

এতদ্রূপে নানাপ্রকার অনুযোগ আক্ষেপ অনুতাপ দুঃখোক্তি করিতে২ স্বজাতিদোষবশতঃ পরপর অতিশয় রোষাবেশে কাঁদিতে২ কপাল গাল বুক চাপড়াইয়া বরাবরটা করিল ও পতির আগে মাতা কুড়িতে লাগিল। তদনন্তর ব্যাঘ্র হাঁহাঁ এ কি এ কি এক করিতে আর হইল তোমার যে অপমান হয় সে কি আমার সাধ। হায় তোমার এই বুদ্ধি স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী সুস্থ হও এই কহিয়া ব্যাঘ্রীকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে বসাইয়া তাহার মুখ জিহ্বাতে চাটিতে২ কহিল আহা এ কপাল পোড়া কথা কোথা হইতে অকস্মাৎ উঠাইয়া মিছা দুঃখে দুঃখিনী কেন বা হইলা আমার মাতা খাইয়া সিন্দুর রেখার স্থানে শোণিত কেন বা বহাইলে উজ্বল কজ্বল লেখাস্থলে নিরন্তর অশ্রু ক্ষরণ কি নিমিত্তেই বা করিলা শঙ্খ শোভাস্থানেতে দংশন কি লাগিয়া করিলা পয়োধরে নখক্ষতজনিত রক্তধারা বহাইলা কেবল আপনাআপনি এ সকল নিরর্থক করিয়া কিবা সুখ পাইলা। আহা মরিমরি তোমার বালাই লইয়া তুমি আমার সুভগা তুমিই আমার সজনী যে চাঁদমুখ মলিন দেখিতে পারি না সে মুখে অজস্র বাষ্পবারি ধারাও দেখিতে হইল। আমি কিরা করিয়া কহিতেছি তোমা বিহীনে আমি আর কাহাকেও স্বপ্নেতেও কখনো জানি না তুমি আমার প্রাণহইতেও অধিক ইত্যাদি নানাপ্রকার সান্তবচনে ব্যাঘ্রীর মান অল্পে২ শমতা পাওয়াইয়া বাঘ শিথিলমনা বাঘিনীকে গাঢ়ালিঙ্গন চুম্বনাদি করিতেই ব্যাঘ্রী অন্তরেচ্ছা মৌখিক নিষেধে প্রবর্ত্তমানা হওত মরুক মেনে যাও২ তোমার ওই বই আর কি কায জানা গিয়াছে আর খুসুর২ ফুসুর২ করিবার দায় নাই আপনার দুঃখে আপনি মরি পোঁদের জ্বালায় মরি মনসা বর দিয়া যাও। যাও না তোমার শৃগালীর কাছে তোমার পথপানে চাহিয়া২ সে ভাতারখাগীর চক্ষের জল যে সুখাইল নড়োচড়োনা চুপ করিয়া সোও আমার গাটা ঘুম২ করিতেছে। এই এইরূপে নাকরা করিতে লাগিল।

পরে ব্যাঘ্রমিথুন কথোপকথন করিতে লাগিল কথা প্রসঙ্গে শার্দ্দূলের শৃগালদত্ত ঋণাপবাদ মুখে বসিয়া মনে পড়াতে জাত ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গস্ফীত ও ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকট দংষ্ট্র ভয়ানক বদন ও অগ্নি পিণ্ডসম চক্ষুর্দ্বয়ের ঘূর্ণন ও লাঙ্গূলাঘাত

চট্‌চটারাব ও অত্যন্ত গম্ভীর ঘোরতর শব্দ সমারম্ভ হওয়াতে বুঝি ভয়েতে বনস্থলী কম্পান্বিত হইল। ব্যাঘ্র আস্ফালন করিয়া সাহঙ্কার বাক্যে কহিতে লাগিল আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ গহিষ মানুষাদি মারিয়া তাহারদের ঘাড়ের সদ্যঃ শোণিত পীয়া পাছার খাসা মাংস তোমার জন্যে দাঁতে কামড়াইয়া লইয়া যে নাড়ীভুঁড়ী চামড়া গুলা থুং করিয়া ফেলিয়া দি সেই উচ্ছিষ্ট চাটিয়া প্রাণধারণ করে যে অসৎ বিজন্মা বেটা তার এত স্পর্দ্ধা। ওরে ছোটলোকের বাইড় হইলে এমনি হয় যেমন পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ ও পালক উঠিলে পিপীলিকার অর্থাৎ পিঁপড়ার আকাশের উপর উঠা। তাকে আমাকে দেখাইতে পারিবা। ব্যাঘ্রী কহিল তার আটক কি সে সর্ব্বনেশে গোশাতে হনং করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড় চক্ষু কণং যখন করে তখন ভয়েতে খোকাখুকি গুলির চক্ষুহইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়ে ও ছরছর করিয়া মুতিয়া ফেলায় আমার প্রাণ ধড়ফড় করে গা থরথর গরং ও জরজর করে যদি দৈবাৎ কদাচিৎ অল্প মাংস দি তবে ফরং করিয়া ফিরিয়া যায় আবার আপনিই খরখর করিয়া আইসে। এই সকল নবরঙ্গ ভাব দেখিয়া আমি অমনি তটস্থ হইয়া থাকি। করি কি আমি মাইয়া অবলা তাতে আবার একলা যথেষ্ট করিয়া মাংস দি তুষ্ট হইয়া যায় এই যে লোভ পাইয়াছে তাহা কি ভুলিতে পারিবে এই এলো প্রায় একটুকু থাক রাতি হউক আজি তুমি রাত্রে কোথাও যাইও না নিভৃতে লুক্কাইয়া থাক।

ব্যাঘ্রীর এই কথাতে ব্যাঘ্র রাত্রিতে গাছের আড়ে লুকাইয়া থাকিল বাঘিনী ছানারদিগ্‌কে লইয়া সোয়াগ করিতে লাগিল। শৃগাল মহাজন খাতকের ঘরে কর্জ আদায় করিতে বাসার কাছাকাছি আসিয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করত ধীরেং আগমন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রী তাহা দেখিতে পাইয়া ঐ দেখ তোমার সাধু আসিতেছেন এই মন্দস্বরে কহিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়ামাত্রেই ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর কম্পমান কলেবর বিস্ফারিতলোচন হইয়া হাঁরে বেটা তুই আমার উত্তমর্ণ আমি অধমর্ণ ওরে এটো খেগো তোর বড় বুক থাকং এই তোরি ছাতির খরতর নখ বিদারণে তোর ধার

খুদি পলাইশ না। এতদ্রূপ অহঙ্কারেতে তর্জনাদি করিয়া লাফ দিবামাত্রেই শৃগাল ভীরু হইয়া গুহ্যে পুচ্ছ গুঁজিয়া বাপ২ করিয়া অমনি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। ব্যাঘ্রী শৃগালপুত্রকে ভয়ে পলায়িত দেখিয়া হাসিয়া কহিল এখন দৌড়িয়া পলাও কেন এসো না দিব্যমাংস রাখিয়াছি লও না পেট ভরিয়া খাও না আমাকে মুখ ভেঙচাও না পা চাপিয়া বসো না হাত লাড়িয়া কোঁদল কর না হা মাগু রাঁড়িয়া পোড়া কপালে চুলায় যা তোর মুখে পোড়া গোজলা দি তোর মাতায় বাঁ পাতে নাথি মারি এখন ছাই খাও এই তোর ঘাড়ের রক্ত খায় মাতা কড়মড় করিয়া চাবায়।

এইরূপে অতিত্রাসে ভয়ক্রুত শৃগাল মহাশয় ভূতল সংলগ্ন বটের লম্বায়মান দুই নামনার ফাক দিয়া গলিয়া গিয়া গর্ত্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল। পরে বলদর্প দর্পিত সহজ বর্ব্বর এক গুঁইয়া গোঁয়ার ব্যাঘ্র বটবিটপির ঐ বোয়ার মধ্যপথ দিয়া অতিবেগে গলা গলাইয়া নির্গত সমস্ত মস্তকমাত্র হইয়া অর্গলাতে অর্থাৎ হাড় কাঠেতে ঠোঁকা গলপ্রায় হওয়াতে কণ্ঠাবরোধে বদ্ধনিশ্বাসোচ্ছাশ হইয়া গোঁ২ শব্দ করিতে লাগিল। গর্ত্ত মধ্যে সকম্প শৃগাল ভীরুক হইয়া গর্ত্তের দ্বারে বুঝি বাঘ আইল এই মনে মানিয়া নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে কিঞ্চিৎ কাল সঙ্কুচিত হইয়া থাকিয়া ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া স্তব্ধীভূত হইলে ক্রমে২ কিঞ্চিৎ মুখ বাহির করিয়া বাহিরে ফুট২ করিয়া চাহিয়া বাঘকে তাদৃশ দশাগ্রস্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে যে বাঘ কি মরিয়াছে কিম্বা বাঁচিয়া আছে না মরিয়াই আছে যেহেতুক নিষ্পন্দ নিশ্চল নিশ্চেষ্ট দেখিতে পাই। ইত্যবসরে বাঘের গলার ঘড়ঘড়ি শুনিতে পাওয়ামাত্রেই ও বাপ করিয়া গর্ত্তের ভিতরে গিয়া ভয়ে জর্জর হইয়া কাঁপিতে২ অবস্তব্ধ অর্থাৎ জড়সড় হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে লাগিল মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র চক্ষু কপালে তুলিয়া মরিয়া গেল। পরেও বিগত ভয়ে ধৈর্য্যাবলম্বনে চঞ্চল চক্ষুতে উভয়পার্শ্ব নিরীক্ষণ করত ও মধ্যে২ স্থগিত হইয়া ঈষৎবক্রকন্ধর কুটিল দৃষ্টিতে প্রাপ্তপঞ্চত্ব ব্যাঘ্রকে বীক্ষণ করত অল্পে২ পাদ প্রক্ষেপ গতিতে পশ্চাৎ আসিয়া মুহুর্মুহুর্মৃত ব্যাঘ্রের মার্গ আঘ্রাণ করিয়া সংশয় ত্যাগ

করিয়া মরণাবধারণে জায়মান আনন্দসন্দোহে আলাখরের দো লার ন্যায় চলং হইয়া শীঘ্র ব্যাঘ্রীসমীপে শৃগালপুত্র আইল। ও কহিল ওলোলো মাগী কেমন এখন হইল যেমন মতি তেমনি গতি ভাতারের গরবে পা ভূঁয়ে পড়ে না তোর স্বামী বুঝি আ মার ঘাড় ভাঙ্গিবে আয় দেখসিয়া কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল হা রাঁড়ী তোর এত বড় কথা বামন হইয়া চাঁদে হাত আমি কেমন লোক তা জান না এখন জানিলি ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ যা দেখ গিয়া তোর মহাবলপরাক্রম পতিকে হরিকাঠ দিয়া হরি ভজাই য়া এই মর্দ্দারাম জাজ্বল্যমান বসিয়াছেন। গেহেনর্দ্দী কৃতঘ্ন বি শ্বাসঘাতী দুর্ম্মদ বেটা আমার খায় মাগিলে আবার মারিতে ধায় যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যানা দেখ গিয়া তাহাকে পোঁদে ছেঁচড়ি দিয়া ঘুষড়িয়া লইয়া কান্ মুচড়িয়া ঘাড়মুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি বাবাজী চক্ষু তড়ঙ্গিয়া দাঁতবিদ্‌ড়িয়া পড়িয়া আছেন বাহাদুরি ঘুষড়িয়া গিয়াছে।

বাঘিনী একথা শুনামাত্রে তটস্থ হইয়া হঠাৎ এক নিশ্বাসে উঠিতে পড়িতে তাড়াতাড়ি আসিয়া পতিকে তথাবিধ দেখি য়া গাত্র চাটিয়া মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া শোকসাগরে নিমগ্না হওত ভূতলে গড়াগড়ি দিয়া ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গী ও অগ্রিম পা দদ্বয়েতে মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া করুণস্বরে উন্মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎকালানন্তর পশু জাতিপ্রযুক্ত পতিবিরহ দুঃখ বিস্মরণে শিথিলশোক ব্যাঘ্রী কে শৃগাল কহিল। মর মাগি আর বিষাদ করিলে কি হবে যে মরে সে কি কাঁদিলে ফিরিয়া আইসে তোর পতি অত্যন্ত দুরন্ত কৃতান্তের অন্তিকে গিয়া ঋণের অপরিশোধন পাপে অনন্তকাল বাস করিল তোরও কি সেই পথ হবে আত্মা সতত রক্ষণীয় আপনি থাকিলে ক্রমেং কালে সকল সামগ্রীই হয়। গ্রীষ্মকালে নির্জল পুষ্করিণী কি পুনর্ব্বার জলদাগমে পরিপূর্ণ সলিলাপ্লাবিতা হয় না। শরীরনিমিত্ত সম্বন্ধ জীবনাবধি। মর গোত্তর কেবা কার পতি কেবা কার পত্নী। জীব জীবেতেই বাঁচে তোর যে পতি ছিল সেই কি জীব আর কি জীব নাই এত দিন কি ঐ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলি। ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কালযাপন কর কেহ কি কা

হার স্বামী বলিয়া চূণের ফোটা দেওয়া হইয়া আছে। আমরা চতুষ্পদ পশুজাতি বিশেষতঃ আমারদের কাহার সহিত কি সম্পর্ক লজ্জাই বা কাহাহইতে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় বা কি বেদ শাস্ত্র চাতুর্বর্ণ্যাধিকারিক আমরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাবহির্ভূত বাহ্য লোক। আমারদের শৌচাচমনাচার নাই খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা নাই যাহাতে স্বাদুবোধ হয় তাহাই আমারদের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ তদন্য অন্ন অভক্ষ্য। পুংসাং ভোগার্থে পরমেশ্বর নির্ম্মিত স্ত্রী জাতি পুরুষমাত্রের উপভোগ সম্পাদনে কি পাপভাগিনী হয় ভাবনা কি ইতঃপর যাহাতে সুখে থাকি বি তাহার চেষ্টা কর নিশ্চেষ্টের কি অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

বাঘিনী প্রত্যুক্তি করিল তুমি যাহা কহিলা সে সমস্ত বাস্তব আমি কি গতানুশোচন করিতেছি তাহা নয় কিন্তু ইহাই ভাবিতেছি অ তঃপর যে পতি হবে সে শক্তসমর্থ হবে কি না দুষ্ট হবে কি শিষ্ট হবে আমার মনোনীত হবে কি না আমাতে তাহার মন মগ্ন হবে কি না সংপ্রীতি দম্পতীসাধ্য একতর সাধ্য নয়। আমি স্ত্রী সরলা যদি কুটিলের সঙ্গে সংযোগ হয় তবে সে চিরস্থায়ী হবে না ধনুকের শরের মত। দুই ঋজু হইলেই উত্তম প্রেমপ্রবাহ বরা বর সমান চলে কি জানি কেমন হবে। শৃগাল প্রত্যুত্তর করিল তার ভাবনা কি আমিই আছি তোমার মনে বুঝি আমি লাগি না মর মাগি গেদারি আমি যেমন তাহাতো প্রত্যক্ষে দেখিলি। আর আমার অন্নেতে তোরদের স্ত্রী পুরুষের শরীর। ভাতারতো কৃতঘ্নতা করিয়া অধোগতিতে গেল তুইও কি অধঃপাতে যাবি। তোর ভালোর জন্যে কহি আমার কি। রত্নকেই লোকেরা অন্বে ষণ করে মণি কি লোকদিগকে তত্ত্ব করিয়া থাকে। আমি রসিক শিরোমণি যুবতীজন মনোনীত কামকেলিকলাপ কোবিদ চাতু রী মাধুরী লহরী পারগ আমার স্ত্রী যে হয় তাহাকে সকল লোকে শিবা করিয়া কহে। শিবা কে তাহা জানিস্ শিবা সর্ব্বমঙ্গ লা আমার পত্নী হইলে তুইও সর্ব্বমঙ্গলা হবি। সংপ্রতি অনাথা হইয়াছিস আমাকে পাইলে সনাথা হবি। আমি শিবাপতি শিব আমাকে যদি ভজিবি তবে নিত্য নিরতিশয় সুখ পা ইবি। ভদ্রাভদ্র ভাগ্যাধীন তোর অদৃষ্টে থাকে তবে হবে আমি দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত পরদুঃখ হরণেচ্ছারূপ কৃপাতে কহিলাম।

এখনও স্বকীয় কল্যাণ যাহাতে বুঝিস্ তাহা কর। তবে আমার নামগণনাতে আমাকে বঞ্চক নামে বৌদ্ধ বেটা যে গণিয়াছে সে কেবল ডিত্থ ডবিত্থাদি শব্দের সমান সংজ্ঞামাত্র। আর পণ্ডিতগুলা কিবা বলে তাহা তাহারাই বুঝে। এই এক খেদ্ সহস্র নামে পরমেশ্বরকে মার্গ করিয়া বলিয়াছে পরমেশ্বর কি মার্গ। ঈশ্বর যদি মার্গ হন তবে আমার নাম বঞ্চক হইলেই বা ক্ষতি কি।

এ বিষয়ে এক কথা কহি শুন আমি এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই বনে পুষ্পচয়ন করিতে ছিল এক বনেচর ঐ দ্বিজকে কহিল ওগো মহাশয় বিপ্র ক্ষিপ্র কুসুমাবচয় করিয়া অর্থাৎ ফুল তুলিয়া আশ্রমে যাও এ অরণ্যে ব্যাঘ্রভীতি বড়। বামনা বন্যজনের ঐ বচন শুনিয়া আপনার পণ্ডি তাই খাটাইলেন বিশেষরূপে আঘ্রাণ যে করে সে ব্যাঘ্র শব্দের বাচ্য হয় তার ভয় কি শুঁকিলে কি প্রাণী মরে মনে এই করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় নিঃশঙ্ক হইয়া পুষ্পচয়নে নির্ভর করিল বনবা সির বাক্য শ্রুত মশ্রুত করিল। ইতোমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া ঠাকুর মহাশয়কে খাইয়া ফেলিল। পণ্ডিতেরদের এই বুদ্ধি তাহারদের কথাও কথা সেও আবার গ্রাহ্য। আঃ কপাল বঞ্চকের ইত্থম্ভূত ভয়প্রীতি বাক্যে ব্যাঘ্রী প্রতারিতা হইয়া কহিল উঁ কেমন করি য়া ইহা হবে। শৃগাল কহিল মর মাগি কতো নাকরা করিস্ আয় না দেখ কেমন করিয়া হয় ইহা কহিয়া ঐ বঞ্চক ব্যাঘ্রীপতি হইয়া থাকিল।

অতএব কহি হে মহারাজ ঋণ বড় মন্দ যার মিথ্যাপবাদ মাত্রে অতিপ্রবল বাঘের এতাদৃশ দুরবস্থাতে পঞ্চত্ব হয় ক্ষুদ্র দুর্ব্বল শৃগাল মিথ্যা উত্তমর্ণতানিমিত্তক তৎপত্নীপতি হয় বাস্তব ঋণ হইলে না জানি কি হইতো। ঈদৃশ অভদ্র যে কর্জ্জ তৎপরীবাদ আপনকার পরমধার্ম্মিক মহাধনিক পিতাকে কালিদাস দেয় এ বড় আশ্চর্য্য। ধূর্ত্তের অসাধ্য কি কপটিরা অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে ধূর্ত্তকর্তৃক এ জগৎ বঞ্চিত আছে হে মহারাজ ধূর্ত্তের আর এক কথা কহি শ্রবণ করুণ।

দ্বৈতবনে কোমল ঘাস ভক্ষণে ও সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল জলপানে স্থূল চাক্‌চিক্য শরীর ও উদার স্বভাব সর্ব্বদা সতর্ক এক শশক সুখে বাস করিয়া থাকে। ঐ বনে ধূর্ত্তশিরোমণিনামে এক শৃগাল থাকে ঐ বঞ্চক সেই শশককে দেখিয়া তন্মাংস ভক্ষণ লালসাতে লোলুপ হইয়া অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া আত্মসাৎ করিতে না পারিয়া কপট প্রণয় ব্যবহারে স্বায়ত্ত করিতে যত্ন করিল। শশক স্বীয় উদারতাপ্রযুক্ত তদীয় মিথ্যা উপচারে বিশ্বস্ত হইয়া তাহাকে আপ্ত করিয়া মনে মানিয়া তদাশ্বাসে বিশ্বাস দিনে২ অধিক করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ ধূর্ত্তশিরোমণি শশককে আপনার নিতান্ত বাধ্য বুঝিয়া এক শস্য ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া আপনি ক্ষেত্রবাহ্যে অতিসাবধানে থাকিয়া শশককে কহিল বন্ধু তুমি অকুতোভয় হইয়া চর আমি জাগরূক হইয়া আছি শঙ্কেত করামাত্রে তুমি ত্বরায় পলায়ন করিও।

এইরূপে অভয় দিয়া প্রত্যহ চরায়। দৈবাৎ এক দিবস লাঙ্গলিক নামে তৎক্ষেত্রপতি নববর্দ্ধিত ধান্যক্ষেত্রে চরিতে শশককে দেখিতে পাইয়া পাষাণ ফেলাইয়া মারিল। তৎপ্রক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে শশক বিদীর্ণ শীর্ণ ও গতপ্রাণ হইয়া পড়ামাত্রে পূর্ণ মনোরথ ও আনন্দিতান্তঃকরণ হইয়া ক্ষেত্রপতি এক দিগহইতে শৃগাল আর দিগহইতে মৃত শশক গ্রহণেচ্ছাতে ধাবমান হইল। লাঙ্গলিক হাঁ২ করিয়া আসিয়া পড়িয়া মৃত শশককে লইয়া গেল। শৃগাল ত্রাসে অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভেকুয়া হইয়া ভেল২ করিয়া চাহিয়া থাকিল। পরে চোরের ধন বাটপাড়ে লইল ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়া ক্ষেত্রপতির উপর ঈর্ষা করিয়া দ্রোহ করিতে তার খামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল। ক্ষেত্রপতি খামার হইতে ঘরে গিয়া স্ত্রী পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া মাংসপাকার্থে নিযুক্ত করিয়া আপনি শস্য রক্ষার্থে মাঠে গেল। কৃষকপত্নী মাংসপরিস্কারপূর্ব্বক পাকানন্তর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পতিকে ডাকিতে পুত্রকে পাঠাইল। কর্ষক পুত্রপ্রমুখাৎ তদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কহিল এ ভূমিখান নিড়াইতে কিছু শেষ আছে আয় বাপে বেটায় দুই জনায় তাড়াতাড়ি নিড়াইয়া ফেলি পাছে খাইতে যাব। ইহা কহিয়া পিতাপুত্রে ক্ষেত্র তৃণরহিত করিতে

লাগিল। ইত্যবসরে শৃগাল অমর্দ্দিত শুষ্ক শস্যস্তূপে স্তোকে২ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া গৃহের নিকটস্থ বনে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। কৃষকের গৃহিণী ধান্যস্তূপে দোধূয়মান অগ্নি দেখিয়া দৌড়াদৌড়ী ধাইয়া গিয়া স্বামিকে সম্বাদ করিল। ওডে মিন্সা দৌড়িয়া আয় ধানের গাদায় আগুন লাগিয়া সকল পুড়িয়া ছাই হইল। ইত্যবসরে শৃগাল শূন্যঘরে প্রবেশ করিয়া অন্ন মাংসাদি তাবৎ পরম সুখে ভোজন করিল।

কৃষক অগ্নিলাগা শুনামাত্রে সত্বর হইয়া খামারে আসিয়া জলোপসেকে বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে কলস আনিতে গৃহে যাইতেছে। ইতোমধ্যে শৃগাল শাড়া পাইয়া গৃহহইতে নির্গমনার্থ উন্মুখ হইয়া গুরুতর ভোজনেতে উদরভারে শীঘ্র বহির্নির্গত হইতে পারিল না। কৃষক দেখিতে পাইয়া ত্বরায় কপাটে শৃঙ্খলা লাগাইয়া দিল। শিয়ালের পো কারাগার বদ্ধ প্রায় হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর লাঙ্গলিক কৃচ্ছ্রে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুৎ পিপাসার্দ্দিত হইয়া ভোজ্য দ্রব্যব্যাঘাতে জাত মহাক্রোধে সৈলিক্রেমে গৃহাভ্যন্তরে গিয়া দৃঢ়তর রজ্জুতে কণ্ঠ দেশ আঁটিয়া বান্ধিয়া শৃগালকে টানিয়া আনিয়া হাতিনাতে পাড়িয়া কাতি করিয়া ফেলিয়া শৃগালের পিছাড়ি দুই পাতে আপন দুই পাদতলের ভর দিয়া তার উপরে চাপিয়া বসিয়া স্ত্রীকে কহিল ওলো মাগি কথক গুলা ধূলা শীঘ্র আন এ শালার বেটাকে জব্দ করি। চাসানী ধূলি আনিয়া দিল। কুপিত মূর্খ লাঙ্গলিক পাঁচনিতে ঠাসিয়া শৃগালের মার্গ ছিদ্রে সকল ধূলা পূরিয়া স্ত্রীকে ডাক দিল। হেদেরে মাগি আর কতকগুলা ধূলা শীঘ্র আনতো শালার মার্গে ভাল করিয়া ধূলা ভরি বেটা বড় দুঃখ দিয়াছে। তৎপত্নী কহিল মা গো শিয়ালটার পেটে কতো ধূলা যাবে দেখই না কেন মার্গ পূরিয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিবড় মূঢ় চাসা অধোমুখ হইয়া শৃগালের গুহ্যদ্বার নিরীক্ষণ করিতেছে ইত্যবসরে ধূর্ত্তশিরোমণি বঞ্চক কাশিয়া এক মরুৎকর্ম্ম করিয়া চাসার চক্ষু ধূলিতে সম্পূর্ণ করিল। চাসা বাপরে২ মলামরে ওলো মাগি দৌড়লো২ চক্ষু গেল২ এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতে২ শৃগাল অমনি ঝটিতি ধড় পড় করিয়া উঠিয়া চাসার পাচায় এক কামড় দিয়া এবং চক্ষে

ধুলা দিয়া চলিয়া গেল। চাসা হাবা হইয়া ইস্‌উস্ করত থাকিল।

তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া ও মা এ কি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলা গুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসূর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনাপাতা কঞ্চী ওঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তূলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিনসা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন্‌তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাঁদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ শীশা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম২ বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যো

য়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বক্না কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধুচনীপর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্ তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি। মাস্ ও ভাত আর২ বেসাতি রাঁধিলাম মনে বড় সাধ ছিল মাউগ ভাতারে ছালিয়াগুলিকে সঙ্গে লইয়া সুখে বসিয়া খাবো। সে সকল বাসনা কমনে গেল শেষ পাছার মাসপর্য্যন্ত খুলিয়া শিয়ালে খাইল। এ শিয়াল কামড়ার ঘা ভাল নয় কত দিনে বা শুকাইবে কোথা বাওঝা পাবো। এইরূপে দুঃখোক্তি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে তৃতীয় কুসুমং।

চতুর্থ কুসুম।

সভাবিচক্ষণ কহিলেন হে ভোজরাজ প্রতারকেরপ্রতারণাতে প্রতারিত না হয় এমত লোক অতিবিরল। কালিদাস বড় কুচক্রী তাহার এ কেবল চক্র আপনকাকে ফক্কিকা দিতে এই এক ফন্দি করিয়াছেন যে ফাঁদ পাতে সে অবশ্য ফাঁদে পড়ে। অতএব কালিদাস আপনকাকে ফেরে ফেলাইতে যেমন ফাকী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে তেমনি ফাকি দেওয়া উপযুক্ত হয়। বিষস্য বিষমৌষধং। ভোজরাজ কহিলেন তাহার উপায় কি। সভাসৎ কহিলেন আপনকার জনকের স্বহস্তাক্ষরলিখিত যে লিপি আছে সেই লিপি কালিদাসকে দেউন্। রাজা বলিলেন সে কোন পত্র। সভ্য কহিলেন সে পত্রী এই যাহাতে লেখা আছে যে অয়নাংশজ আষাঢ়মাসান্ত দিবসে মধ্যাহ্নকালে এই নারিকেল বৃক্ষের উপরে অনেক স্বর্ণ আমি রাখিলাম। আমার পর আমার উত্তরাধিকারী ষোড়শবর্ষবয়স্ক প্রাপ্তব্যবহার হইলে লইবে ইতোমধ্যে কদাচিৎ হস্তসাৎ করিবে না যদি করে তবে এই দিব্য ইতি।

কালিদাস তোমার পৈতৃক মহাজন অতএব তুমি নিষ্কপটে ঐ সকট মুদ্রাঙ্কিত পৈত্র্য চীরক লেখ্য পৈত্র্য কর্জ পরিশোধনার্থ তাঁহাকে দেও যেমন ঋণ তাহার তেমনি শোধন যক্ষানুরূপ বলি। ভোজরাজ ইহা শুনিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট সে সভাসদকে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ করিয়া কহিলেন এ উত্তম পরামর্শ হইয়াছে এই কর্ত্তব্য। ইহাতে কালিদাসের আত্মকবিত্বপ্রযুক্ত যে অহঙ্কার সে চূর্ণ হবে এবং যাহা পাবেন তাহাতে শূন্য মাত্র লাভ হবে। এইরূপ যুক্তি করিয়া সকলে স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। পরে পরদিবসে সকালে কৃতপ্রাতঃকৃত্য হইয়া সভাতে যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন এবং কালিদাস ও তৎসভারূঢ় হইয়া ঐ কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা কণ্ঠস্থ পূর্ব্বাভ্যস্ত পাঠের ন্যায় অনায়াসে সে কবিতার ঝটিতি অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিলেন মহারাজ কালিদাস অন্যরচিত প্রাচীন শ্লোক অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ব খ্যাপন করিতেছেন আমরা এ কবিতা অনেক দিনঅবধি জানি এ শ্লোক নব্য নয়। আপনি পিতৃঋণাপকরণ করুন জনকের কর্জ পুত্রের অবশ্য পরিশোধ্য।

তদনন্তর ভোজরাজ ঐ লিখিত পত্র কালিদাস হস্তে দিলেন। কালিদাস পত্রার্থ অবগত হইয়া কহিলেন। মহারাজ তুমি সৎপুত্র কুলপ্রদীপ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য এ কর্ম্ম কেন না হবে। কিন্তু ইহাতে ইয়ত্তা পরিমাণ কিছু নাই সকল আদায় হবে কি না ইহার নিশ্চয় কিছু বুঝি না। রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ তোমার বৃদ্ধি গ্রহণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ তুমি ইহাতে যাহা পাইবা তাহাতে মূলধন সংখ্যাতে অষ্টাদশ মুদ্রার অভাব হইবে ইহা আমি ধ্রুব জানি। কালিদাস কহিলেন সাধু২ সে অল্প বিষয় ক্ষতিকর নয় যদি অনেক ঊন হয় তবে তাহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে। আপনকার নিকটে কোন বিষয় অসমঞ্জস হইতে পারিবে না। ইহা কহিয়া অয়নাংশ মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যত্বহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে। অতএব ছায়ারূপে বৃক্ষাগ্রদেশ বৃক্ষমূলে থাকে এই কারণে বুঝি এই না করিলে বৃক্ষমূলে ধন আছে ইত্যাকারক তৎপত্রের তাৎপর্য্যাবগত হইয়া সে নারিকেল বৃক্ষ সমূলোন্মূলন করিয়া অধোভূমি ভাগে নিখাত অর্থাৎ পোঁতা তাম্রময় পঞ্চোদঞ্চলেতে অর্থাৎ তাঁমার

পাঁচ জালাতে সঞ্চিত পঞ্চলক্ষ স্বর্ণ পাইলেন। কালিদাসের এতাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম দেখিয়া সভাস্থ সমস্তলোক অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া অপ্রস্তুত হইয়া চিত্রার্পিতপ্রায় তটস্থ হইয়া থাকিলেন।

কালিদাস কহিলেন হে ভোজরাজ ঋণশেষ অনেক থাকিল তাহার কি। সসভ্য ভোজরাজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর সকলের নীরব হইয়া থাকাতে কালিদাস উত্তর করিলেন। হে রাজন বহুকবি ব্রাহ্মণ বঞ্চনার এই পঞ্চ লক্ষ স্বর্ণোৎসর্গ তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইল ঋণশেষ পরিশোধনার্থ তুমি আজিঅবধি এই কর যথাশক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিরদের নবকবিতা শুনিয়া প্রতিজ্ঞাত দান ও মানেতে সম্মান কর। সজ্জনেরদের সঙ্গে কাপট্যাচরণ পরিবর্জন করিয়া সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হও। এইরূপ যদি কর তবেই ঋণ শেষহইতে মুক্ত হইবা নতুবা ঋণশেষ রোগশেষ শত্রুশেষ যেমন হয় তাহাতো জান তৎফলভাগী হইতে হইবে। ভোজরাজ অভব্য ও লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া মৌনেতেই সম্মতি করিলেন। তৎপর কালিদাস সানন্দে নিজমন্দিরে গমন করিলেন। তিথি বার নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধ দিবসে চন্দ্র তারানুকূল্যে শুভলগ্নে রাজসাক্ষাৎকার করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। উজ্জয়নীপতি মহারাজাধিরাজ শুশ্রূষু হইয়া আমোদপূর্ব্বক তদাদি তদন্ত তন্নতন্ন করিয়া সকল সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট ও ভূয়িষ্ঠ হৃষ্টচিত্ত হইয়া কালিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র যে তুমি তোমার এতাদৃশ লাভাস্পদ যে যশোরাশি প্রকাশ সে কি বিচিত্র। রাজারা স্বদেশেতেই পূজিত পণ্ডিতেরা সর্ব্বদেশেতেই পূজ্য। ভূপতির স্বীয় বসুমতী বসুদায়িনী ধীরের সমস্ত বসুন্ধরা ধনদাত্রী। আর দেখ বিধাতৃনির্ম্মাণ ধর্ম্মাধর্ম্মাধীন সুখ দুঃখময় ষড়্রসশালী ও নানা সাধন সামগ্রীসাপেক্ষ হয়। কবিনির্ম্মিতি যে সে সাধনান্তর নিরপেক্ষ বাঙ্মাত্রসাধ্য নবরসরুচির সুখমাত্রময় নিয়তিকৃত নিয়মরহিত হয়। অতএব বিধিসৃষ্টিহইতে কবিসৃষ্টি উত্তম। ইহাতে অনির্ব্বচনীয় বিধিসৃষ্টির পরাজয়কারিণী যে আপনকারদের অনির্ব্বাচাতর সৃষ্টি সে যে ভোজরাজকৃত কুসৃষ্টির জয়কারিণী হবে এ বড় আশ্চর্য্য নয়।

কালিদাস কহিলেন হে বহুতর পণ্ডিতালঙ্কৃত পরমধার্ম্মিক মহীন্দ্র তুমি তোমার সেই মহীন্দ্রনামের গুণেতে দেবলোকে দেবরাজ মহেন্দ্র সমাখ্যাতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এতাদৃশ ভবৎপুণ্য প্রতাপে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রচারকারি ভোজরাজের সভা জয় করিয়া কবিসমূহপ্রতারণাজনিত তদীয় পাপোপশমনার্থ প্রায়শ্চিত্তরূপে যে পঞ্চ লক্ষ স্বর্ণ আনিয়াছি তাহা সমগ্র ভোজরাজ ব্যাজবঞ্চিত পণ্ডিতবর্গকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া তাঁহারদিগকে যথাযোগ্য বিতরণ করি এই মনোরথ করিয়াছি। যেহেতুক প্রায়শ্চিত্ত দ্রব্য গ্রহণেতেও পাপ হয় ইহা প্রাচীন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরদের মতে শাস্ত্রব্যবস্থাসিদ্ধ আছে যেমন অনুমতি হয়। রাজা সস্মিত বচনে কহিলেন হে সরস্বতীবরপুত্র বিদ্যারত্ন মহাধনেতে যাঁহারা ধনবান তাঁহারাই ধনবান যেহেতুক ধনের ফল সুখ তাঁহারদেরই নিরন্তর। তাদৃশ ধনের যে অভাব সেই নিধন। অতএব তদ্ধনে ধনিক তোমার এ বাক্য উচিত হয়। এতদ্রূপে রাজানুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রকারে সে সকল স্বর্ণ কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বিতরণ করিয়া অহরহর্নবনব কবিতারসরাশিতে নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। বৈজপাল ভূপালনন্দন কালিদাসের এতাদৃশ মাহাত্ম্য ও প্রভাব শুনিয়া কহিলেন হে অধ্যাপক কালিদাস এতাদৃশ মহানুভব হন যে কারণে তাহাতে আমার শুশ্রূষা হইয়াছে আজ্ঞা করুন। গুরু কহিলেন হে সচ্ছাত্র এ উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ অতএব সে কথা কহি শুন।

শারদানন্দসংজ্ঞক রাজগুরুর কন্যা স্বরস্বতীসমান সমস্ত বিদ্যাবিশারদা তিলোত্তমাসদৃশ সুন্দরী বিদ্যোত্তমা নাম্নী ছিলেন। তিনি এই পণ করিয়াছিলেন আমাকে যে পরাজয় করিবে সেই আমার পতি হবে। বিদ্যোত্তমার এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদেশে প্রকটিত হওয়াতে নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা আসিয়া শাস্ত্রার্থের বাদ বিতণ্ডাজল্পরূপ ত্রিবিধসম্বাদে বিসম্বাদগ্রস্তহওত পরাজিত হওয়াতে বিবদমান হইলেন। তদনন্তর ঐ অপ্রস্তুত বিপ্রতিপন্ন বিদ্বানেরা তৎপ্রতি বিরূপ হইয়া চক্রান্ত করিয়া এই অবধারণ করিলেন যে কোন যুক্তিতে কৌশলক্রমে এক মহামূর্খকে এ পণ্ডিতমানিনীর স্বামি করিয়া ঘটাইতে হইল নতুবা এ পণ্ডিত মা

নিনীর আত্মশ্লাঘা ও আস্পর্দ্ধা ও গরিমা ও অহঙ্কার চূর্ণ হইবে না। স্ত্রীলোকের ঈদৃশ অহমিকা অত্যন্ত বিষদৃশ। এই পরামর্শ স্থির করিয়া সকলে এক প্রৌঢ় মূর্খের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ এক দিবস বনমধ্যে দেখিলেন যে এক লোক বৃক্ষের উচ্চতর যে শাখার উপরে বসিয়াছে সেই ডালকে তীক্ষ্ণধার কুঠারে স্বয়ং ছেদন করিতেছে। তথাবিধ দরিদ্র সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পরাভূত ধীরবর্গেরা পরস্পর কহিলেন যে এ মনুষ্য অবশ্য ঘোরমূর্খ হবে যেহেতুক স্বাশ্রয়বিনাশ স্বতঃকরিতেছে। তৎপর ক্ষণেই যে আত্মবিনাশ তদ্দোষ দৃষ্টিও এ মূঢ়ের নাই অতএব এই লোক সে পণ্ডিতম্মন্যার ভর্ত্তা যেরূপে হয় তাহাই আমারদের কর্ত্তব্য। এই নিশ্চয় করিয়া তাহাকে ডাকিলেন ওরে বাছা গাছ হইতে নামিয়া নামোতে আইস তোমাকে দুগ্ধ খাইতে দিব। এই বাক্য শুনিয়া ঐ মূর্খ ব্রাহ্মণেরদের অনুকূল শব্দ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ নিদ্রোত্থিত পুরুষবৎ সচেত হইয়া ইতস্তত অবেক্ষণ করিয়া একত্র অনেক লোক দেখিয়া মনে২ ভয় ভাবিয়া অল্পে২ বৃক্ষাগ্রহইতে অবতীর্ণ হইয়া কাষ্ঠপ্রতিমার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীনিকটে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতেরা কহিলেন আমারদের সঙ্গে আয় তোকে দুগ্ধ খাইতে দিব। সে কহিল সে আবার কেমনরে বাবু। পণ্ডিতেরা কহিলেন ওরে বাপু দুগ্ধ বকের মত ধোবো। সে কহিল তবেতো আমি খাবো না আমার গলায় লাগিবে। পুনর্ব্বার পণ্ডিতেরা কহিলেন ওরে বিবাহ করিবি। ইহা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাহা করিয়া হাঁসিয়া হুঁ তাহা করিব। শিশ্নোদর পরায়ণ অজ্ঞ এইরূপ কহিলে পর সাক্ষরেরা ঐ নিরক্ষর বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে আনাইয়া কহিলেন যে আমরা স্ত্রী হইতে পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র অনাদৃত হইয়াছি স্ত্রীহইতে পরাজয় ও সর্ব্বত্র অনাদর এই দুই একৈকে মরণকল্প। সে দুই আমারদের একদা হইয়াছে আপনকারা বৃদ্ধ বিবাহেচ্ছু নন এইপ্রযুক্ত সে স্থানে যান নাই। অতএব অস্মদাদির সদৃশ মরণ তুল্য অপমাণগ্রস্ত যদ্যপি না হউন তথাপি এদেশে কেহ পণ্ডিত নাই একটা স্ত্রী লোককে শাস্ত্রে পরাস্ত করিতে পারিল না এই সার্ব্বজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাণ্ডিত্য প্রথিত হইল। অতএব আমারদের পরামর্শসিদ্ধ এই যে নীতিবিরুদ্ধ দুরাগ্রহ গ্রহণে

বিপরীত ফলভাগিতা সে কুমারীর এই বর ঘটাইয়া সর্ব্বলোক প্রত্যক্ষ করি। এ বিষয়ে আপনকারদের সাহায্যাপেক্ষা আমরা সকলে করি। তাহাতে মহাশয়েরদের যেমন অভিরুচি হয় তেমত করিতে অবধান হউক। বৃদ্ধেরা কহিলেন তোমারদের যে অভিমত আমারদেরও সে অনুমত তোমারদের অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধিতে আমরা সচেষ্ট অবশ্য হইব। আমারদিগকে আনুকূল্য কি করিতে হইবে তাহা কহ।

কন্যাজিত কবিরা কহিলেন অহোচক্রস্য মাহাত্ম্যং ভগবান ভূততাংগত এতন্ন্যায়ে চক্রপ্রভাবে এই লোককে সেই কন্যার বর করার বিষয়ে আপনকারা এই আনুকূল্য করুন যে এই ব্যক্তিকে আপনকারাও গুরুতুল্য করিয়া মানুন তবে আমরা এ লোককে সে কন্যার বর করিয়া ঘটাইতে পারিব। আপনকারদের এই ব্যক্তিকে গুরুতুল্য করিয়া মানাতে ছাত্রতাস্বীকাররূপ করাতে কিছু হানি হবে না। বৃদ্ধেরা কহিলেন পণ্ডিতেরদের প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য স্থাপনার্থ ও তন্নিমিত্ত বৃত্তিরক্ষার্থে আমারদের ইহাহইতে অপকৃষ্ট অপকর্ম্ম করাতেও পৌরুষই আছে। কিন্তু এ জনের একবার বাক্যপ্রয়োগ করামাত্রেতেই আমারদের ক্রিয়া কৌশল পরিপাটী বৈদগ্ধ সকল যে এককালে ফাক হবে তাহার কি। সমান বেশবিন্যাসকারি মূর্খ ও পণ্ডিতের কাক কোকিলের অবিশেষবৎ বিশেষ পরিচয়াভাব যৎকিঞ্চিৎ বাক্যপ্রয়োগমাত্রেই ব্যক্ত হইবে। যুবক বুধেরা কহিলেন সভাতে মূকের রক্ষাকর্ত্তা কেবল মৌনাবলম্বন। অতএব এ লোক সে সভাতে অস্মদাদিপ্রদর্শিত অভিনয় করিয়া মিথ্যাচারে স্বপাণ্ডিত্য খ্যাপন করিবে। আমরা সকলে ইহাকে সুশিক্ষিত করিতেছি। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া অগ্রে বৃদ্ধপণ্ডিতদিগকে কন্যাস্বয়ম্বর সভাতে পাঠাইয়াদিয়া পশ্চাৎ নব্যপণ্ডিতেরা সে মানুষকে ধৌতধবল নবাম্বরযুগ্ম ও নবীন যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইয়া গঙ্গামৃত্তিকাতে কপালজুড়িয়া দীর্ঘ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র অর্থাৎ ফোঁটা করিয়া দিয়া বামহস্তেতে এক নশ্যপাত্র দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। এবং পথে২ ঐ ব্যক্তিকে শিক্ষাকরাইতে লাগিলেন যে আমারদের মধ্যে ইনি ইঙ্গিতজ্ঞ ইনি সে সভাতে ভ্রূমুখহস্তাঙ্গুলীভঙ্গীতে যখন যে প্রকার আকার অর্থাৎ ইসারা করিবেন তখন তুমি

তেমনি ভ্রূকৌটিল্যাদি ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিবা কদাচিৎও কিছু কহিবা না কেবল চুপকরিয়া থাকিবা তবে নবতরুণী সুন্দরীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে। আমারদের উক্ত বাক্যব্যতিক্রম যদি কিছু করিবা তবে তোমার বিবাহতো সুদূর পরাহত প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে। দেখ সাবধান সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবা কদাচিৎ অন্যমনস্ক হইবা না। এইরূপ নানাপ্রকার ভয় ওপ্রীতি দর্শন করাইয়া ঐ লোককে অগ্রে করিয়া সকলে সভাপ্রবেশ করিলেন।

সভাপ্রবিষ্টমাত্রে পূর্ব্বাগত বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা সহসা উঠিয়া অভ্যুত্থান করিয়া সভামধ্যে ঐ ব্যক্তিকে বহুমানপুরঃসর বসাইয়া বাম দক্ষিণ পশ্চাদ্ভাগে যথাযোগ্য সকলে বসিলেন। যবনিকা মধ্যস্থ কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে। সভাস্থ পণ্ডিত সকলে একবাক্য হইয়া কহিলেন ইনি সাক্ষাৎ ভুবৃহস্পতি বিদ্যাসাগর মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রার্থ সংশয়ের এক ভঞ্জন স্থান ব্রহ্মচর্য্যব্রতী মৌনী আমারদের সকলেরি ভট্টাচার্য্য নির্জন বনে থাকিয়া শাস্ত্রানুশীলন করত কালযাপন করেন। আমারদের যখন যে শাস্ত্রের ভ্রম ও সন্দেহ ও পূর্ব্বপক্ষ হয় তাহা এই মহাশয় ইঙ্গিতমাত্রে সিদ্ধান্ত করিয়া নির্ণয় করত সংশয়চ্ছেদন করেন ও আমারদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। ইহাঁর তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী সম্প্রতি ভূমণ্ডলে আমারদের দৃষ্টচর কেহ নাই। ইনি অদ্বিতীয় বিদ্বান্ তোমার বিদ্যাতে তুষ্ট হইয়া আমরা সকলে তোমার উপযুক্ত উত্তম পাত্র ও অকৃতদার এই মহাশয়কে জানিয়া অনেক যত্নে ও আয়াসে ও চেষ্টাতে আনিয়াছি। তোমার উপকারার্থে আমরা সকলেই ঘটক হইয়াছি। অসুভির্বসুভিঃ পরোপকারঃ ক্রিয়তে সদ্ভিঃ এবম্বিধ বাগাড়ম্বরেতে সকলে ঐকমত্যে কন্যার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিলেন।

তদনন্তর কন্যা কহিলেন ইহার বয়োঽনুমানে এতাদৃশ বিদ্যা বিষয়ে আমার অসম্ভাবনা হয় অল্পকালে যদিও বিদ্যা হয় তথাপি অনেক কাল ব্যবসায়ব্যতিরেকে পরিপাক হয় না। কুমারীর এই বাক্য শুনিয়া ভাবি বর ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথাপ্র

দর্শিত অভিনয়দ্বারা উত্তর করিলেন। সেই প্রাচীন পণ্ডিতেরদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্মিতমুখে অষ্টাঙ্গুলি প্রথমত দেখাইলেন ও বক্র করিলেন। পরে সভানিকটস্থ ভট্টদিগকে দেখাইয়া কন্যার দিগে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন। তাহা কন্যা না বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন এ মহাশয় সঙ্কেতে কি উত্তর করিলেন আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে যুবপণ্ডিতেরা হাস্য করিয়া কহিলেন হে মুগ্ধে তোমার প্রথমত এই একপ্রকার পরাজয় হইল যেহেতুক শাস্ত্রার্থ বিজ্ঞাপনের যে সমস্ত উপায় তাহার মধ্যে অভিনয় যে একপ্রকার উপায় তাহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে সে তোমার বোধজনক না হইয়া বিফল হইল। অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য আমরা সে অভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকটন করি। তুমি মনোযোগ করিয়া জান। অগ্রে অষ্টকরশাখা দেখাইয়া অষ্টাবয়ব জানাইলেন পরে বক্র হইয়া বক্রতা বুঝাইলেন। এতদ্রূপে অষ্টাবক্র সংজ্ঞা সূচাইলেন। তদনন্তর ভট্টদিগকে দেখাইয়া বন্দী নাম জানাইলেন। এই সমুদায় সঙ্কলনে অষ্টাবক্রবন্দি সংবাদ সূচিত করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতের প্রতি অবলোকন ও তোমার দিগে হস্তপ্রসারণ করিয়া সংসূচিত সংবাদ তোমাকে শুনাইয়া তোমার উক্তির প্রত্যুক্তি দিয়া তোমাকে অধিক জ্ঞানোপদেশ করিতে বৃদ্ধদিগকে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর কুমারী সে অভিনয়ের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত অপ্রস্তুতা হইয়া কহিলেন। সে সম্বাদ কেমন বৃদ্ধেরা কহিলেন ইহাতেও যদি বুঝিতে না পারিলা তবে বিশেষ বিবরণ করিয়া কহি শুন। এই অষ্টাবক্র বন্দিসম্বাদ যুধিষ্ঠিরকে লোমশনামা মুনি পূর্ব্বকালে কহিয়াছিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে চতুর্থ কুসুমং।

পঞ্চম কুসুম।

পূর্ব্বে উদ্দালকনামে ঋষি ছিলেন। তাঁহার নিকটে কহোড়াখ্য এক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেন। ঐ উদ্দালক গুরু কহোড় শিষ্যের পঞ্চবিংশতি বয়সের মধ্যে সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি করাইয়া তদনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অধীতশাস্ত্রার্থজ্ঞান সম্পন্ন

তা দেখিয়া এবং শুশ্রূষাতে সন্তুষ্ট হইয়া সুজাতা নাম্নী স্বক ন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। এইরূপে কহোড় সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মার্থে নিত্য স্বাধ্যায়াধ্যয়ন যাগ দান কর্ম্মত্রয় ও বৃত্ত্যর্থ অধ্যাপনা যাজনা প্রতিগ্রহ ক্রিয়াত্রয় করত গার্হস্থ্যাশ্রমে থা কিলেন। সুষুপ্তিকালব্যতিরেকে অহোরাত্র অনুক্ষণ বেদার্থ ভা বনা ও বেদ পাঠ করেন এতদ্রূপে বহু শিষ্যউপশিষ্যসমভি ব্যাহারে পরমেশ্বরপ্রণিধানে সমঙ্গা নামে নদীতীরে সুখে বাস করেন। কিয়ৎকালানন্তর ঐ সুজাতা মুনিপত্নীর গর্ব্ভ হইল। কুক্ষিস্থ বালক স্বপিতার নিরন্তর ত্রয়ীপাঠ শ্রবণ করিয়া গর্ব্ভস্থাবস্থাতেই ঈশ্বরানুকম্পাতে ত্রয়ীবিদ্যাতে নিপু ণতর হইলেন। দৈবাৎ এক দিবস রাত্রিযোগে সর্ব্বশিষ্য মধ্যে কহোড় বেদোচ্চারণ করিতেছেন ইতিমধ্যে মাতৃগর্ব্ভস্থ শিশু স্বপিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে তাত আপনি সমস্ত রজনী বেদপারায়ণ করেন নিদ্রা আলস্য তন্দ্রাদি দোষে উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না। আমি আপনকার ধর্ম্মবলে মাতৃগর্ব্ভে থাকিয়াই সর্ব্ববেদপারগ হইয়াছি। কহোড় শিষ্যমধ্যে গর্ব্ভস্থ বালকের বাক্যে স্ববেদোচ্চারণ দোষোদ্ঘাটনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া গর্ভস্থ বালককে অভিশাপ দিলেন যে আমি তোমার পিতা অতিগুরু তুমি আমার উচ্চারণের দোষাখ্যান করিয়া শিষ্যমধ্যে অসম্ভ্রম করিলা এই অপরাধে তুমি অষ্টাঙ্গে বক্র হইয়া অষ্টাবক্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবা। মহাগুরুর অপ মান আর না করে এই অভিপ্রায়ে এতদ্রূপ শাপ দিয়া পুত্রের বেদজ্ঞান নৈপুণ্যরূপ পরমশোভাপ্রযুক্ত অঙ্গসৌন্দর্য্যহানি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে হর্ষিত হইয়া থাকিলেন।

পরে কতিপয় দিবসানন্তর সুজাতা ব্রাহ্মণী পতিসমীপে বিন য়ে নিবেদন করিলেন। হে স্বামিন্ আমার প্রসবকাল আসন্ন হইল এ সময়ে কিছু ধনের উদ্যোগ করার আবশ্যক। কহোড় সহধর্ম্মিণীর এই বাণীতে বিদেহ নগরে জনকরাজের যজ্ঞ সভা তে ধন প্রাপ্তিনিমিত্তে গমন করিলেন। সেই সময়ে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী বন্দিনামে এক অতিবড় পণ্ডিত বিদেহ রাজের আম ন্ত্রণে সভাগত পণ্ডিতগণ সঙ্গে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। সে প্রতিজ্ঞা এই আমি যাহাকে পরাজয় করিব তা

হাকেই জলে ডুবাইব। আমি যাহাহইতে জিত হইব তৎকর্ত্তৃক আমি জলে নিমজ্জিত হইব। মিথিলাধিপতি জলাধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণতনয় বন্দির এতাদৃশ ভয়াবহ প্রতিজ্ঞাভিপ্রায় বুঝিয়া পূর্ব্বনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের বিদ্যাপরীক্ষার্থে পুরপথে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে লাগিয়াছিলেন। কহোড় মিথিলাধিরাজ রাজধানী প্রবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত শাস্ত্র বিচারে প্রতিপত্তি জন্মাইয়া বন্দিসঙ্গে শাস্ত্রীয় বাদার্থ কোটি সঙ্কটে পড়িয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া জলে নিমগ্ন হইলেন। পরে তৎপত্নী সুজাতা ও শ্বশুর উদ্দালক ও শ্যালক শ্বেতকেতু এ সমাচার গোচর হইয়া অত্যন্ত খিদ্যমান হইলেন। বিশেষতঃ সুজাতা পতিবিরহানলে সন্তপ্তা হইয়া থাকিলেন।

পরে বালক মাতৃগর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হইলে পর উদ্দালক মুনিশাসনে অজ্ঞাত পিতৃবৃত্তান্ত হইয়া মাতামহকে পিতা ও মাতুলকে দাদা করিয়া মানিয়া দিনে২ পরিবর্দ্ধমান হওত অষ্টাবক্র নামে বিখ্যাত হইলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে পর এক দিবস মাতামহক্রোড়েতে অষ্টাবক্রকে বসিতে দেখিয়া শ্বেতকেতু আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে ভাগিনেয়কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শ্বেতকেতু কহিলেন তোমার পিতার ক্রোড় এ নয়। ইহা শুনিয়া অষ্টাবক্র রোদন করত স্বজনক জিজ্ঞাসু হইয়া মাতৃসন্নিকৃষ্টে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জননি আমার জনক কে কোথায় বা আছেন। সুজাতা পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া অশ্রুপূর্ণচক্ষু হইয়া পতির বন্দিকর্ত্তৃক মজ্জনবার্ত্তা আমূলতঃ বিশেষ করিয়া সমস্ত কহিলেন। অষ্টাবক্র তাহা শুনিয়া রোষশোক পরিপূরিতান্তঃকরণ হইয়া পিতার শত্রুর অপকারার্থ বিদেহরাজের সমাজ গমনেচ্ছু হইয়া শ্বেতকেতুনামা মাতুলকে কহিলেন ওগো মামা আইস মিথিলাতে গমন করি শুনিতে পাই রাজা মহাশ্চর্য্যময়ী সভা বহুকালাবধি করিয়াছেন। নানা দেশীয় প্রাজ্ঞসমূহসমাগমে বড় সমারোহ হইয়াছে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র প্রসঙ্গে তত্ত্ব বিচার হইতেছে। যজ্ঞের বড় ঘটা তথা গেলে শাস্ত্ররহস্যার্থ শ্রবণে বিচক্ষণ হইব। অত্যুত্তম চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য ভক্ষণ করিব।

এইরূপ মানস করিয়া মাতুল ভাগিনেয় দুই জনে মিথিলা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা অষ্টাবক্রকে পুর দ্বারমার্গে আসিতে দেখিতে পাইয়া এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করত পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন। অষ্টাবক্র সম্মুখাগত হইয়া রাজাকে কহিলেন আমাকে যাইতে পথ দেও। রাজা কহিলেন পথ কার। অষ্টবক্র বহিলেন যদ্যপি ব্রাহ্মণ সম্মুখে মিলিত না হন তবে পথ রাজার ও স্ত্রীর ও বরের ও ভারিকের ও বধিরের ও অন্ধের। ব্রাহ্মণ সমক্ষগত হইলে পর বর্ত্ম কেবল ব্রাহ্মণেরি হয়। রাজা অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমাণ কবিয়া কহিলেন তবে যথাসুখে শুভ করুন। অল্প অগ্নিও দাহ করে দেবরাজও বিপ্রকে প্রণতি করেন। অনন্তর অষ্টাবক্র রাজদ্বারে সমাগত হইলেন ও দ্বারপালদিগকে কহিলেন ওরে দ্বারিরা আমরা দুই জন যাগদর্শনার্থ আসিয়াছি আমারদিগে যজ্ঞশালাতে যাইতে দে। দৌবারিকেরা কহিল আমরা বন্দির আজ্ঞাবর্ত্তী। তাঁহার আদেশ এই আছে যে বালকেরা এ সভাতে প্রবেশিতব্য নয় প্রাচীন সমীচীন বিচক্ষণ দ্বিজেরা এ পরিষদেতে প্রবেশনীয়। অষ্টাবক্র কহিলেন যদি বৃদ্ধেরা প্রবেশ করিতেছেন তবে আমরাও প্রবেশযোগ্য হই যেহেতুক আমরা বিদ্যাবৃদ্ধ। কায়বৃদ্ধ যে সে বৃদ্ধ নয় জ্ঞানগরীয়ান্ যে সেই গোষ্ঠীমধ্যে গরিষ্ঠ। যেমন অন্যান্য বৃক্ষহইতে দীর্ঘ যে শালবৃক্ষ সে মহীয়ান্ নয় কিন্তু স্বল্পও যে ফলশালী পলাশী সেই বড়। দৌবারিকেরা কহিল বালকেরা বৃদ্ধেরদের হইতে অধ্যয়ন করিয়া কালে গুরুতর হন। তুমি বালক বৃদ্ধের মত কথা কহিতেছ। অষ্টাবক্র কহিলেন বয়সেতে শুক্লশ্মশ্রুতে দেহ দৈর্ঘ্যেতে বিত্তেতে বন্ধুতে বংশেতে যে বড় সে আমারদের মধ্যে বড় হয় না কিন্তু যে সাঙ্গবেদাধ্যায়ী পণ্ডিত সেই মহান্। ঋষিরা এই ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। বন্দিকে দুষ্টুকাম হইয়া আমি আসিয়াছি আমার সমাচার রাজাকে সুগোচর কর। অদ্যই মৎকর্ত্তৃক নির্জ্জিত বন্দিকে সকলে দেখ। দৌবারিকেরা কহিল তুমি দ্বাদশবর্ষীয় বালক কিপ্রকারে যজ্ঞ সভাতে প্রবেশ করিবা আমরা তোমাকে যাইতে দিতে পারিব না কিন্তু তোমার সভারোহণার্থে যত্ন করি তুমিও কোন প্রযত্ন কর।

অনন্তর অষ্টাবক্র রাজপ্রশংসার্থ স্বকৃত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন তাহার অর্থ এই হে মহারাজ জনকদেব তোমার সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ও পাণ্ডিত্য ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নিশ্চয় শুদ্ধ বুদ্ধিতা আমি কি বলিব যে তোমাহইতে ভূদেবী শ্রীদেবী বাগ্দেবীরূপিণী যে পরমেশ্বরগৃহিণী জন্ম লভিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া জানকী নামে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিশ্রুতা হইয়াছেন এবং স্থিতপ্রজ্ঞপ্রবর শুকদেব জ্ঞান শক্ত্যবতার বেদব্যাসালয়ে পিতার আজ্ঞাতে যে তোমার স্থানে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেদাদি সর্ব্ববিদ্যার আকর সূর্য্যের শিষ্য যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য অসৎপক্ষপাতি লক্ষলক্ষ বিপক্ষ পণ্ডিতেরদের পূর্ব্বপক্ষ প্রক্ষেপ করিয়া যে তোমার সমক্ষে তত্ত্বনির্ণয় করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হস্তামলকন্যায় তোমার করাইয়াছেন। আর যেমন ইন্দ্র দেবতারদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেমনি তুমি ভূত ভবিষ্যং বর্ত্তমান মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়বর্গমধ্যে সর্ব্বোত্তম এবং বহুবর্ষাবধি আরব্ধ তোমার এ যজ্ঞ সমারোহও তেমনি। এই শব্দ কর্ণকুহর প্রবিষ্ট হবামাত্রে রাজা আজ্ঞা দিয়া অষ্টাবক্রকে সভারূঢ় করাইলেন। অষ্টাবক্র সভারোহণ করিয়া কহিলেন হে জনক রাজ কোথায় তোমার সে বন্দী যে সভামধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া জলে নিমগ্ন করিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি তাহাকে আমাকে দেখাও। যেমন সূর্য্য তারাগণকে স্বতেজে অভিভূত করেন তেমনি আমি আজই তাহার অভিভব করিয়া অগাধ সলিলে নিমগ্ন করিয়া তাহার প্রৌঢ়াহঙ্কার এই চূর্ণ করি। রাজা বলিলেন তুমি বন্দিকে বিশেষরূপে না জানিয়া এপ্রকার আত্মশ্লাঘা করিতেছ বন্দির সামর্থ্য যাবৎ না জানিয়াছ তাবৎ তাহাকে জয় করিব এমত কহিতে যোগ্য হও না। অনেক বড় বড় পণ্ডিত তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। তুমি বালক কিরূপ তাঁহাকে পরাজয় করিবা। তোমার ক্ষমতা জানিয়া তোমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে অনুজ্ঞা দিব। অগ্রে আমি যে প্রশ্ন করি তাহার উত্তর কর। অষ্টাবক্র কহিলেন আমার মত বাদিকে তিনি এপর্য্যন্ত নিরস্ত করেন নাই। আজি মৎকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বন্দী ভগ্নদর্প অবশ্যই হইবে। রাজা কহিলেন কথামাত্রে কিছুই হয় না ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ কর। আ

মার এই প্রশ্নের উত্তর দেও রাজা ইহা কহিয়া প্রশ্ন করিলেন। সে প্রশ্ন এই প্রত্যেকে ত্রিংশৎপরিমিত অবয়ব য়ার তাদৃশ দ্বাদশাংশবিশিষ্ট চতুর্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত ও ষষ্ট্যধিক শতত্রয় আর অর্থাৎ বাওনা যার তাহাকে যে জানে সে উৎকৃষ্ট পণ্ডিত।

অষ্টাবক্র শ্রবণমাত্রে উত্তর করিলেন হে মহারাজ একৈকে ত্রিংশদ্দিনাবয়ব দ্বাদশমাসাত্মক দ্বাদশ নেমিযুক্ত অথচ চতুর্বিংশতি পক্ষরূপ চতুর্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত ষষ্ট্যুত্তর ত্রিশত দিনাত্মক তাবৎ সংখ্যক আরেতে অন্বিত ঋতুষট্‌কস্বরূপ যগ্নাড়ীশালি নিরন্তর চরিষ্ণু যে সম্বৎসর চক্র সে সর্ব্বদা তোমার শুভাবহ হউক। অষ্টাবক্রের এই সদুত্তর পাইয়া রাজা পুনর্ব্বার দুই প্রশ্ন করিলেন যে শ্যেনপাত নাম যাগেতে সংযুক্ত হয় যে বড় বাদ্বয় সেই দুই বড়বার গর্ব্ভাধান দেবতারদের মধ্যে কোন দেবতা করেন। আর সেই গর্ব্ভে যে বালক হয় সে বা কে এই দুই প্রশ্নের উত্তর কর। অষ্টাবক্র কহিলেন হে রাজন্‌ অথর্ব্ব বেদবিহিত শত্রুসঙ্কুল ভস্মীকরণফলক আভিচারিক শ্যেনপাতাখ্য যজ্ঞেতে ইষ্টকারচনাবিশেষ রচিত চিত্রাকৃতি সংযুক্ত বড়বাদ্বয়ের গর্ব্ভাধানকর্ত্তা ও অর্ভকরূপে জাত হন যে এক অগ্নি সে তোমার শত্রুরদেরও গৃহে না যাউক অর্থাৎ গর্ব্ভাধানকর্ত্তাও বহ্নি আর বড়বাদ্বয় যে ফলরূপ অর্ভককে প্রসব করে সেও সেই বহ্নি। যেহেতুক শ্যেনপাত যাগেতে শত্রুকুল বিনাশ হয়। রাজা এই উত্তর ত্রয় করাতে অষ্টাবক্রের শাস্ত্রীয় পদার্থ জ্ঞানে নৈপুণ্য জানিয়া লৌকিক বস্তুর বাস্তবজ্ঞান পরীক্ষার্থে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন হে বালক বিদ্বান্‌ কহ নিদ্রিত কোন জন্তু চক্ষুর নিমীলন না করে। ও জন্মিয়া কে রোদন না করে। আর কার বা হৃদয় নাই। বেগেতে কে বাড়ে। অষ্টাবক্র রাজকৃত এই প্রশ্ন সকলের মধ্য উত্তর করিলেন মীন অণ্ড ও প্রস্তর নদী। তদনন্তর জনকরাজা অষ্টাবক্রের প্রশংসা করিলেন হে বিদ্বদ্বৃন্দ ধুরন্ধর হে বামনাবতারতুল্য বালকাকার বিবিধ বিদ্যাপ্রবৃদ্ধ তোমার বক্তৃতার উপমার স্থান সম্প্রতি মনুষ্য লোকে তত্ত্ব করিয়া আমি কিছুই পাই না বুঝি তুমি সামান্য মনুষ্য নহ। অষ্টাবক্র কহিলেন হে যাজ্ঞিকবর হে মুক্তামাল্যতুল্য রাজরাজী মধ্য

নায়ক তোমার সমান যজ্ঞশীল জগতীতলে ন ভূতো ন ভাবী ন বা বর্ত্তমানঃ। সে বন্দী কোথায় তাহাকে শীঘ্র আন তার ব্রাহ্মণ হিংসার ফলপরিপাক কালরূপী আমি উপস্থিত হইয়াছি তাহাকে প্রতিফল দি।

রাজা কহিলেন তোমাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দিলাম ঐ দেখ বন্দী বসিয়া আছেন। রাজার এই কথা শুনামাত্রে দ্রুত গতিতে বন্দিসমীপে গিয়া রাজেঙ্গিত স্বর্ণপীঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া পিতৃশত্রু জ্ঞানে রোষে বিস্ফারিত রক্ত নয়নে বন্দিকে বারম্বার অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন। সভাস্থ সভ্য সকলসহিত মিথিলাধিপতি চিত্রার্পিতারম্ভ প্রায় হইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। হে বন্দিন্ নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে চপেট প্রহারে তুমি বিনিদ্র করিয়াছ ও কালসর্পকে পাদে তুমি স্পর্শ করিয়াছ। তুমি আজি ছাড়ান পাবে না আমার সঙ্গে তোমাকে কথোপকথন করিতে হবে স্থির হও আমার বাক্যের উত্তর তুমি দেও কিম্বা তোমার বাক্যের উত্তর আমি দিই। অষ্টাবক্রের এই বাক্য শুনিয়া বন্দী কহিলেন এক ব্রহ্ম আকাশাদি ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ সকলকে ব্যাপিয়া আছেন। এক অগ্নি নানারূপে সমিদ্ধ হইয়াছেন। এক সূর্য্য সকল লোককে আলোক করিতেছেন। বলাধিপতি এক দেবরাজ সর্ব্বশত্রু নিসূদন করিতেছেন। অষ্টাবক্র উত্তর করিলেন দুই প্রকৃতি পুরুষ এ সকল লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুই স্ত্রী পুরুষ সেই সৃষ্টিকে উত্তরোত্তর বাড়াইতেছেন। ইন্দ্র অগ্নি দুই পরস্পর সখা। নারদ পর্ব্বত দুই দেব ঋষি। দুই অশ্বিনীকুমার। রথের দুই চক্র। এইরূপে বন্দির সহিত অষ্টাবক্রের দ্বাদশ সংখ্যাপর্য্যন্ত পরস্পর পদ্যচ্ছন্দে প্রশ্নোত্তর হইলে পর বন্দী ত্রয়োদশ সংখ্যাতে শ্লোকার্দ্ধ রচনা করিয়া পরার্দ্ধপূরণ করিতে না পারিয়া বিরত হইলেন।

পরে অষ্টাবক্র তৎক্ষণে উত্তরার্দ্ধ পরিপূর্ণ করিয়া শীঘ্র চতুর্দ্দশের চতুষ্পদী পড়িয়া লজ্জাতে অধোমুখ মৌনী চিন্তাক্রান্ত বন্দিকে কহিলেন হে ব্রহ্মহত্যাকারক তুমি অবিলম্বে জলশায়ী হও আমার পিতৃপিতামহের অগ্নি নির্ব্বাণ হউক। বন্দী বলিল আমি জলাধিষ্ঠাতৃদেব বরুণের পুত্র আমার পিতা বহু বর্ষাবধি যজ্ঞে

দীক্ষিত হইয়াছেন যে যোগে সভাশোভার্থে বিদ্যাবাদ প্রতিবাদে জল মজ্জনরূপপণের চ্ছল করিয়া পিতৃ যজ্ঞশালাতে পণ্ডিতদিগকে প্রেরণ করিয়াছি অদ্য সে যজ্ঞ সমাপন হইবে। তোমার পিতা ও আর২ ব্রাহ্মণবর্গেরা বহুমূল্য বসনভূষণেতে ভূষিত ও নানা ধনদান সম্মানেতে মান্য হইয়া অদ্য আসিবেন। অষ্টাবক্র বন্দির বাক্যেতে অনাদর করিয়া রাজাকে কহিলেন হে রাজন বন্দী আমাকে বালক জানিয়া বাক্‌কৌশলে ভুলাইতেছেন। তুমি কি আমার বচন শুন নাই ইহাঁর জীবদ্দশায় থাকাতে লোকের উপকার কিছু নাই। সর্পের উদরস্থ দুগ্ধতুল্য দুষ্টের উদরবর্ত্তিনী বিদ্যা কেবল পরের প্রাণপীড়নপ্রয়োজন খলজন যদ্যপি অত্যুত্তম বিদ্যাতেও প্রদীপ্ত হয় তথাপি মণিতে বিভূষিত সর্পতুল্য দূরতঃ পরিবর্জনীয় হয়। হিংস্রকের বিদ্যা বিরোধের নিমিত্তে ও ধন মত্ততাজন্যে ও শক্তি পরপীড়ার্থ। সাধুজনের বিদ্যাদিত্রয় যথাসংখ্য জ্ঞান দান দুর্ব্বলরক্ষণার্থ। অতএব হে মহারাজ ইহাঁকে ছাগচর্ম্মকর্কশরজ্জুতে সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া অতলস্পর্শ সাগরের জলে শীঘ্র ডুবাও। রাজা কহিলেন হে ধন্য মান্য বরেণ্য ধীরাগ্রগণ্য তোমার দিব্যবাণীশ্রবণে অমৃতাভিষিক্ত আমি হইয়াছি তোমার অভিলষিত সিদ্ধি শীঘ্র হইবে। ইহাঁকে অন্যের দ্বারা জলে ডুবাইতে হবে না ইনি বরুণপুত্র স্বতই শীঘ্র জলে নিমগ্ন হইবেন। অষ্টাবক্র কহিলেন ইনি যদি বরুণতনয় তবে তোমারি বা ইহাঁকে জলে ডুবাইলে ক্ষতি কি। সর্প কি বিষকলসপ্রবেশে মরে বহ্নি কি বহ্নিকে দগ্ধ করে। বন্দী কহিল আমি বরুণপুত্র জলহইতে আমার ভয় নাই। এক মুহূর্ত্তমধ্যেই তুমি আপন পিতাকে দেখিতে পাইবা। ইহা কহিয়া সমুদ্রতটে আসিয়া জলপ্রবিষ্ট হইয়া নিমজ্জিত ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে লইয়া জল হইতে উঠাইয়া উত্তম বস্ত্র ভূষাভূষিত দ্বিজসমূহসহিত বন্দী দুই দণ্ড মধ্যে জনকরাজসভাতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

কহোড় অষ্টাবক্রের স্বীয়পুত্ররূপে পরিচয় পাইয়া তৎপাণ্ডিত্য প্রশংসা শ্রবণজনিত আনন্দে অশ্রুনয়নে ভূয়োভূয়োবলোকন পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া সভোপবিষ্ট হইয়া পুত্রকে কহিতে লাগিলেন। পুত্র পাণ্ডিত্য ও শিশির কালে অগ্নি ও শিশুর বাক্য ও গুণবতী প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা এইসকল মনুষ্য লোকে

অমৃত। তুমি আমার পুত্র দিগ্বিজয়ী বিদ্বান্ শৈশবেতেই হইলা। আমি ঈশ্বরানুগৃহীত ধন্য কৃতকৃত্য হইলাম আমার অসাধ্য সাধন তোমাহইতে হইল। পূর্ব্বপুণ্যরাশিপরিপাকপ্রযুক্ত কাপুরুষেরও পুত্র সৎপুরুষ হয় অপণ্ডিতেরও পণ্ডিত পুত্র হয় নির্ধনেরও ধনবান পুত্র হয় অশূরেরও বীর পুত্র হয় অযশস্বির ও যশস্বী পুত্র হয়। কুলপ্রদীপ আমার যশের অপচয় হইয়াছিল সৎপুত্র তোমাহইতে উপচয় হইল। এইরূপে বৃদ্ধসম্মত পুত্রের শ্লাঘা করিয়া সমস্ত সভ্যলমেত স্বয়ং আহ্লাদিত হইয়া মহারাজ জনককে সপুত্রে আশীর্ব্বাদ করিয়া বহুতর ধনদান মানেতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া স্বাশ্রমে আসিয়া পুত্রকে কহিলেন। প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র এই নদীতে অবগাহন করিয়া আইস। অষ্টাবক্র পিতৃআজ্ঞাতে নদীতে অবগাহন করিয়া অষ্টাঙ্গ বক্রতা বিমুক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ সমতাপন্ন হইয়া মাতাপিতৃচরণস্পর্শপূর্ব্বক সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিমান ও আয়ুষ্মান ও তপস্যা বেদপাঠে নিরত হইয়া থাকিলেন। সে নদী তদবধি সমাঙ্গানামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপিও আছে। এই অষ্টাবক্র মুনির তপোবন অদ্যাবধি বীরভূমিতে তৎস্থাপিত বক্রেশ্বরাখ্য শিবের নামে খ্যাত হইয়া আছে।

জনকরাজ যজ্ঞসভাতে বরুণপুত্র বন্দী রাজ বন্দনা ও সভাস্থ পণ্ডিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া উত্থাপিত বাহুদ্বয়ে সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। আমি মহাগুরু পিতার আদেশেতে সার্ব্বভৌম জনকরাজার সঙ্গে গূঢ়াভিসন্ধি মন্ত্রণা করিয়া উত্তরকালে উত্তম আপাততঃ মন্দ কর্ম্ম করিয়া যে সামান্য লোকনিকটে ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণে কলঙ্কী হইয়াছিলাম সেই সকল ব্রাহ্মণের বাক্যস্বরূপ জলে রাজসম্মুখরূপ মহাতীর্থে তৎকলঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া গৃহে গমন করি। এই বাক্য কহিয়া বন্দী প্রস্থান করিলেন। তাৎকালিক লোকেরদের এই উপাখ্যান বৃদ্ধপণ্ডিত কন্যাকে শুনাইয়া কহিলেন হে স্বয়ম্বরে এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইঙ্গিতসূচিত উপাখ্যানের অর্থ যে বয়ঃকনিষ্ঠও যদি সবিদ্য হয় তবে সেই বড় বয়ঃজ্যেষ্ঠ যদি অবিদ্য হয় তবে সে খাট। আর পণ্ডিতেরা যদি কদাচিৎ কোন বিদ্যাবিবাদে পরাভূত হন তবে তাঁহারা তৎপ্রযুক্ত

অমান্য হন না। যদি তেমন হইতো তবে বন্দী পরাজিত পণ্ডিতগণকে স্বপিতৃ যজ্ঞসভাতে প্রেরণ করিয়া সম্মানিত করিতেন না বন্দী তাহা করিয়াছেন। অতএব সে নয় আর অনেককে পরাজয় করণে কেহ যেন কখন গর্ব্ব না করে এতদর্থ স্বতন্ত্রেচ্ছু পরমেশ্বরেচ্ছাতে মনুষ্যশিশুহইতে পণ্ডিতবৃদ্ধ দেবপুত্রের পরাভব প্রদর্শিত হইয়াছে। আর অনেক লোকের মনোরথ ভঙ্গ যে করে তাহার স্বমনস্থ বৈপরীত্য হয় আর বহুজনসহ কলহে বহুতর শত্রু উপস্থিত হওয়াতে অঘটন ঘটনা অবশ্যই হয়। অতএব অনেক লোকের সঙ্গে বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। আর দুরাগ্রহ গ্রহণ লোকনিন্দিত হয় অতএব তাহা করা উপযুক্ত নয় এই সকল নীতি তোমার উপদেশার্থে অস্মদাদিদ্বারা এ মহাশয় কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইল। সম্প্রতি তোমার অভিপ্রায় বুঝিলে সুসদৃশ চেষ্টা করা যায় যাহাতে বিসদৃশ কিছু না হয়।

পণ্ডিতবর্গের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কন্যা মনে করিলেন ইনি দারপরিগ্রহপর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী মৌনী এই কারণে মৌন ব্রতভঙ্গ ভয়ে কথা কহিবেন না ভাল দেখি আমি কোন সঙ্কেতে ইহার পাণ্ডিত্য কিপর্য্যন্ত তাহা বুঝি। এই মনে করিয়া এ জগতের কারণ এক চেতন এই অভিপ্রায়ে এক অঙ্গুলি দেখাইলেন। বর একাঙ্গুলি দেখামাত্রে স্বীয়মূর্খতাপ্রযুক্ত মনে করিল এ কন্যা যে এক আঙ্গুল দেখাইল ইহাতে বুঝি আমার এক চক্ষু কাণা করিবেক এই কৌতুক আমার সঙ্গে করিল তবে আমিও কন্যার সঙ্গে কুতূহল করি তবে আমিও তোমার দুই চক্ষু কাণা করিব এই মনে করিয়া হঠাৎ অঙ্গুলীদ্বয় দেখাইল। ইহা দেখিয়া সভাস্থ পণ্ডিতেরা ঘুণাক্ষরের ন্যায় উত্তর হইয়াছে ইহা মনে করিয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যে তোমার প্রশ্নের সমুচিত উত্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়াছেন তুমি এক চেতন জগতের কারণ এই অভিপ্রায়ে একাঙ্গুলি প্রদর্শন করাইয়াছিলা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃতিসহকারে চেতনরূপীপুরুষ এ সংসারের কারণ হন স্বস্বরূপমাত্রে হন না। অতএব প্রকৃতি পুরুষ দুই চরাচরাত্মক জগতের কারণ এই আশয়ে দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া তোমার পক্ষ খণ্ডন করিলেন এক পুরুষমাত্র কিম্বা এক প্রকৃতি

মাত্রহইতে সৃষ্টি কখন হইতে পারে না অতএব প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে এ সমস্ত সংসারের সৃষ্টি। কন্যা পণ্ডিতেরদের এই প্রকার বহুবিধ চক্রেতে স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত বিড়ম্বিতা হইয়া ঐ বরকে বিবাহ করিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং পঞ্চম কুসুমে তৃতীয় স্তবকঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ স্তবক।

প্রথম কুসুম।

তদনন্তর রাত্রিযোগে বর কন্যাতে একশয্যাতে বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে এক উষ্ট্র শব্দ করিল তাহা শুনিয়া কন্যা বরকে জিজ্ঞাসা করিল এ ধ্বনি কে করিল। বর কহিলেন উষ্ট। কন্যা কহিলেন কি আবারতো কও। বর কহিলেন উট্র কন্যা ইহা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া এক শ্লোক পড়িলেন সে শ্লোক এই। কিংন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ কিংন করোতি সএব হি তুষ্টঃ। উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা। এই শ্লোকের অর্থ বিধি রুষ্ট হইলে কি না করেন তুষ্ট হইলেই বা তিনি কি না করেন ইহার প্রমাণ যে উষ্ট্র শব্দের কখনো রেফের লোপ করে কখনো ষকারের লোপ করে এতাদৃশ বর্ণজ্ঞানরহিত মূর্খেরে আমাকে দেন আর রূপগুণসম্পন্না আমারে তাহাকে দেন। স্ত্রীর এই বাক্য শুনিয়া তৎপতি ঘৃণা ও লজ্জাতে অত্যন্ত বিবেকী হইয়া আপনাকে ধিক্কার করিয়া প্রাণত্যাগার্থে দৃঢ় নিশ্চয়ে ঐ রাত্রে বনপ্রস্থান করিল। বহুল হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড়ান্ধকারে আচ্ছন্ন মহারণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটনকরত কালিদাস পূর্ব্বজন্মার্জিত সমূহপুণ্যপরিপাকে ঐ বনমধ্যে পত্রকুটীরস্থ এক সিদ্ধপুরুষের নিদ্রাবস্থায় মুখহইতে নির্গত নীলসরস্বতীর সিদ্ধমন্ত্র শ্রবণমাত্রে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অন্ধকারে না দেখিতে পাইয়া উদ্বন্ধনমৃত রজস্বলা চাণ্ডালীর শবের উপরে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রম্বা সাধয়েৎ শরীরম্বা পাতয়েৎ ইত্যাকারক দার্ঢ্যপূর্ব্বক নিষ্ঠাকরিয়া মহানিশাতে তন্মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক বিবিধ বি

অমান্য হন না। যদি তেমন হইতো তবে বন্দী পরাজিত পণ্ডিতগণকে স্বপিতৃ যজ্ঞসভাতে প্রেরণ করিয়া সম্মানিত করিতেন না বন্দী তাহা করিয়াছেন। অতএব সে নয় আর অনেককে পরাজয় করণে কেহ যেন কখন গর্ব্ব না করে এতদর্থ স্বত স্বেচ্ছু পরমেশ্বরেচ্ছাতে মনুষ্যশিশুহইতে পণ্ডিতবৃদ্ধ দেবপুত্রের পরাভব প্রদর্শিত হইয়াছে। আর অনেক লোকের মনোরথ ভঙ্গ যে করে তাহার স্বমনস্থ বৈপরীত্য হয় আর বহুজনসহ কলহে বহুতর শত্রু উপস্থিত হওয়াতে অঘটন ঘটনা অবশ্যই হয়। অতএব অনেক লোকের সঙ্গে বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। আর দুরাগ্রহ গ্রহণ লোকনিন্দিত হয় অতএব তাহা করা উপযুক্ত নয় এই সকল নীতি তোমার উপদেশার্থে অস্মদাদিদ্বারা এ মহাশয় কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইল। সম্প্রতি তোমার অভিপ্রায় বুঝিলে সুসদৃশ চেষ্টা করা যায় যাহাতে বিসদৃশ কিছু না হয়।

পণ্ডিতবর্গের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কন্যা মনে করিলেন ইনি দারপরিগ্রহপর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী মৌনী এই কারণে মৌন ব্রতভঙ্গ ভয়ে কথা কহিবেন না ভাল দেখি আমি কোন সঙ্কেতে ইঁহার পাণ্ডিত্য কিপর্য্যন্ত তাহা বুঝি। এই মনে করিয়া এ জগতের কারণ এক চেতন এই অভিপ্রায়ে এক অঙ্গুলি দেখাইলেন। বর একাঙ্গুলি দেখামাত্রে স্বীয়মূর্খতাপ্রযুক্ত মনে করিল এ কন্যা যে এক আঙ্গুল দেখাইল ইহাতে বুঝি আমার এক চক্ষু কাণা করিবেক এই কৌতুক আমার সঙ্গে করিল তবে আমিও কন্যার সঙ্গে কুতূহল করি তবে আমিও তোমার দুই চক্ষু কাণা করিব এই মনে করিয়া হঠাৎ অঙ্গুলীদ্বয় দেখাইল। ইহা দেখিয়া সভাস্থ পণ্ডিতেরা ঘুণাক্ষরের ন্যায় উত্তর হইয়াছে ইহা মনে করিয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যে তোমার প্রশ্নের সমুচিত উত্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়াছেন তুমি এক চেতন জগতের কারণ এই অভিপ্রায়ে একাঙ্গুলি প্রদর্শন করাইয়াছিলা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃতিসহকারে চেতনরূপীপুরুষ এ সংসারের কারণ হন স্বস্বরূপমাত্রে হন না। অতএব প্রকৃতি পুরুষ দুই চরাচরাত্মক জগতের কারণ এই আশয়ে দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া তোমার পক্ষ খণ্ডন করিলেন এক পুরুষমাত্র কিম্বা এক প্রকৃতি

মাত্রহইতে সৃষ্টি কখন হইতে পারে না অতএব প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে এ সমস্ত সংসারের সৃষ্টি। কন্যা পণ্ডিতেরদের এই প্রকার বহুবিধ চক্রেতে স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত বিড়ম্বিতা হইয়া ঐ বরকে বিবাহ করিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং পঞ্চম কুসুমে তৃতীয় স্তবকঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ স্তবক।

প্রথম কুসুম।

তদনন্তর রাত্রিযোগে বর কন্যাতে একশয্যাতে বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে এক উষ্ট্র শব্দ করিল তাহা শুনিয়া কন্যা বরকে জিজ্ঞাসা করিল এ ধ্বনি কে করিল। বর কহিলেন উষ্ট। কন্যা কহিলেন কি আবারতো কও। বর কহিলেন উট্র কন্যা ইহা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া এক শ্লোক পড়িলেন সে শ্লোক এই। কিংন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ কিংন করোতি সএব হি তুষ্টঃ। উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা। এই শ্লোকের অর্থ বিধি রুষ্ট হইলে কি না করেন তুষ্ট হইলেই বা তিনি কি না করেন ইহার প্রমাণ যে উষ্ট্র শব্দের কখনো রেফের লোপ করে কখনো ষকারের লোপ করে এতাদৃশ বর্ণজ্ঞানরহিত মূর্খেরে আমাকে দেন আর রূপগুণসম্পন্না আমারে তাহাকে দেন। স্ত্রীর এই বাক্য শুনিয়া তৎপতি ঘৃণা ও লজ্জাতে অত্যন্ত বিবেকী হইয়া আপনাকে ধিক্কার করিয়া প্রাণত্যাগার্থে দৃঢ় নিশ্চয়ে ঐ রাত্রে বনপ্রস্থান করিল। বহুল হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড়ান্ধকারে আচ্ছন্ন মহারণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটনকরত কালিদাস পূর্ব্বজন্মার্জিত সমূহপুণ্যপরিপাকে ঐ বনমধ্যে পত্রকুটীরস্থ এক সিদ্ধপুরুষের নিদ্রাবস্থায় মুখহইতে নির্গত নীলসরস্বতীর সিদ্ধমন্ত্র শ্রবণমাত্রে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অন্ধকারে না দেখিতে পাইয়া উদ্বন্ধনমৃত রজস্বলা চাণ্ডালীর শবের উপরে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রম্বা সাধয়েৎ শরীরম্বা পাতয়েৎ ইত্যাকারক দার্ঢ্যপূর্ব্বক নিষ্ঠাকরিয়া মহানিশাতে তন্মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক বিবিধ বি

ভীষিকা প্রদর্শনেতেও উত্তরসাধকের সাহায্যব্যতিরেকে অকুতোভয় ও নিশ্চল হইয়া জপ করিতে২ নিশাবসানে সূর্য্যোদয়কালে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মহাবিদ্যা নীলসরস্বতী দেবীকে কালিদাস প্রত্যক্ষ গোচর করিলেন। পরে সম্মুখবর্ত্তিনী দেবী কালিদাসকে আজ্ঞা করিলেন ওরে বৎস তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার অনেক উপাসনা করিয়াছিলা কিন্তু সিদ্ধির প্রতিবন্ধক অবশিষ্ট পাপপ্রযুক্ত আমি তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিলাম না। সম্প্রতি বিদ্যোত্তমার সহিত বিবাহজন্য সংস্কারেতে তৎপাপবিনষ্ট হওয়াতে দৈবাৎ তোমার পূর্ব্বজন্ম জপ্তমন্ত্র পাইয়া অল্পায়াসে ভক্তি শ্রদ্ধাতিশয় নিষ্ঠাতে আমাকে প্রত্যক্ষ করিলা। আমি বরদাত্রী তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি। এই সারস্বত কুণ্ডে অবগাহন করিয়া আইস।

অনন্তর কালিদাস হর্ষোৎফুল্ললোচনযুগলেতে সাক্ষাৎবর্ত্তি মূর্ত্তিমতী দেবীকে সন্দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য ও ধন্য করিয়া মানিয়া দেবীর আজ্ঞাতে সমীপস্থ সারস্বত সরোবরে অবগাহন করিয়া দেবীচরণদ্বয়ে অর্পণার্থ মৃণালসহিত পদ্ম উৎপাটন করিয়া দক্ষিণ হস্তে এক পদ্ম বাম হস্তে এক উৎপল লইয়া দেবীসম্মুখে আগত হবামাত্রে হঠাৎ কালিদাসের মুখ হইতে এক কবিতা নিঃসৃতা হইল সে কবিতা এই। পদ্মমিদংমম দক্ষিণ হস্তে বামকরে লসদুৎপলমেকং। ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে কর্কশনালমকর্কশনালং। ইহার অর্থ হে পঙ্কজনেত্রে আমার দক্ষিণ হস্তে এই এক পদ্ম সে কর্কশনাল অর্থাৎ সকণ্টক মৃণাল আর বামকরে এক উৎফুল্ল উৎপল সে অকর্কশনাল অর্থাৎ চিক্কণ মৃণাল এই দুয়ের মধ্যে তুমি কি ইচ্ছা কর তাহা কহ। দেবী কহিলেন তোমার যে ইচ্ছা আমার সেই ইচ্ছা। পরে কালিদাস স্ত্রীর দক্ষিণভাগ সূর্য্যাত্মক পুরুষপ্রধান ও বাম ভাগ চন্দ্রাত্মক স্ত্রীপ্রধান হয় এই বিবেচনা করিয়া অঞ্জলীকৃত পাণিযুগলে পুষ্পদ্বয় গ্রহণ করিয়া কোমলতর বামচরণকমলে প্রথমতঃ সুকোমল মৃণালোৎপল অর্পণ করিয়া কোমল দক্ষিণ পাদপদ্মে কণ্টকিত মৃণাল পদ্ম অর্পিত করিলেন। অতএব কালিদাস সাঙ্খ্যসপ্ততিনামে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকৃতি প্রধানবাদ স্বমত খ্যাপন করিয়াছেন। অনন্তর ভক্তবৎসলা সুপ্র

সন্না বরদা আদ্যা বিদ্যা কালিদাসকে আদেশ করিলেন ওরে বৎস বরং বৃণু অর্থাৎ স্বাভিলষিত চাও। কালিদাস বর প্রার্থনা করিলেন হে মাতঃ মহাবিদ্যাং মহ্যং দেহি অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা আমাকে দেও। দেবী কহিলেন আমি মহাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী উপাসক তোমার কার্য্যার্থে মূর্ত্তিমতী হইয়াছি তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধ্যর্থে আমি আপনকাকে তোমারে দিলাম আজি অবধি তোমার রসনাগ্রবাসিনী হইয়া থাকিলাম যখন ইচ্ছা করিবা তখনি আমার এই রূপ নয়নগোচর করিতে পরিবা। কিন্তু তুমি প্রথম স্বমুখবহির্গত কবিতাতে আমাকে পদ্মনেত্রে এই আদ্যরসঘটিত সম্বোধন করিয়া অগ্রে আমার মুখবর্ণনা করিলা। আরাধ্যা নায়িকা বর্ণনা চরণাবধি করিতে হয় সামান্য নায়িকাবর্ণনা বদনাবধি করিতে হয় তাহার ব্যতিক্রম তোমার হইল। অতএব তুমি সামান্য কবিতাতে শৃঙ্গার রসাবিষ্টচিত্ত এই অবধি হইবা। কালিদাস দেবীর এই বচন শুনিয়া ম্লানবদন হইয়া আপনকাকে সাপরাধ মানিয়া লজ্জাতে অধোমুখ হওত তারাচরণ কমলযুগলাবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবী স্ববরপুত্র কালিদাসকে বিষণ্ণমুখ দেখিয়া স্বয়ং অঞ্জলিতে সারস্বত কুণ্ডোদক আনিয়া কালিদাসকে আজ্ঞা করিলেন ওরে বৎস পাত্র আন এই মদ্দত্ত বিদ্যারস্বরূপ সারস্বত সরোবর জল পান কর স্বশরীরান্তর্গত জাড্যদোষরূপ পঙ্ক প্রক্ষালন কর মুখমালিন্য দূর কর পুত্রের অপরাধ মাতার গ্রহীতব্য নয় কিন্তু আত্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী। কালিদাস দেবীর এই বচনে নিজাপরাধ জানিয়া বৃক্ষের বল্কলে কৃত পুটকে অর্থাৎ ঠোঙাতে দেবীপ্রসাদলব্ধ পানীয় পান করিয়া পীতাবশিষ্ট জল কিঞ্চিৎ স্বকান্তার্থে রাখিলেন এই ত্রুটিতে কর্ণাট সম্রাটবনিতানিকটে কালিদাস দিগ্বিজয়ী হইয়াও ভ্রান্ত প্রায় অসাম্নুন্ত হইয়া ছিলেন। এইরূপে নীলসরস্বতী দেবী বর প্রদান করিয়া কালিদাস মস্তকে নিজবরদ করার্পণকরণক আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। দেবীকে কৃতসাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কালিদাস মন্দিরে আনন্দে গমন করিলেন। নিজ নগরে প্রবেশ করিয়া ঐ ভাণ্ডস্থ কুণ্ডোদক দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া

ঘটকর্পরনাম কুম্ভকারাগারে কালকূট বিষ এই পাত্রে আছে এই কথা ভয়প্রদর্শনার্থে কুলালকে কহিয়া গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া স্বপত্নীর শয়নাগারদ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তৎপত্নী অগ্রে পতির অপমান করিয়া পশ্চাৎ পরিতপ্তরূপ কলহান্তরিতা নাম্নী নায়িকার ন্যায় হইয়া কীলকে দ্বারবদ্ধ করিয়া পরিদেবনা করত ছিলেন। কালিদাস কপাটে মুষ্টিঘাত করিয়া আহ্বান করিলেন হে প্রিয়ে দ্বার মুক্তার্গল কপাট কর আমি তোমার স্বামী সমাগত হইয়াছি অস্তি কশ্চিদ্বাগ্বিশেষঃ অর্থাৎ আছে কোনবিশেষ কথা।

অনন্তর তৎপত্নী বিদ্যোত্তমা স্বভর্তৃভণিত দেববাণী শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া সন্দেহান্দোলিতমতি হইয়া স্বপতিকে উত্তর দিলেন আপনি যে শব্দচতুষ্টয় ঘটিত বাক্যপ্রয়োগ করিলেন সেই শব্দচতুষ্টয়োপক্রমে শ্লোকচতুষ্টয় রচনা করুন তবে দ্বারোদঘাটন করিব। কালিদাস তৎক্ষণে তদ্রূপে তাহা করিয়া কহিলেন হে প্রেয়সি এই কবিতা চতুষ্টয়োপন্যাসে কাব্য চতুষ্টয়ারম্ভ করিলাম তোমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া কাব্যচতুষ্টয় প্রণয়ন করিব। স্বপতির পাণ্ডিত্যাভাবহেতুক জীবন্মৃতপ্রায়া বিদ্যোত্তমা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাতুল্য স্বস্বামিবাণীশ্রবণ করিয়া মৃতোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারমুক্ত করিয়া স্বামির কর গ্রহণ করিয়া একাসনোপবিষ্টা হইয়া পতির বিদ্যালাভের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রাপ্তপ্রাণা হইয়া অনুদিন নবনব প্রেম ধারা সুখসাগরে নিমগ্না হইয়া থাকিলেন। কালিদাস পরম সুন্দরী নানা গুণবতী তরুণীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত কাব্যগ্রন্থ চতুষ্টয়রচিত করিলেন সে চারি কাব্য এ হিন্দুস্থানে অদ্যাবধি অধ্যয়নাধ্যাপনা পরম্পরাতে পণ্ডিতসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ আছে। আর যে কুণ্ডোদক ঘটকর্পর স্বপরিজনের সঙ্গে কলহেতে বিরক্ত হইয়া অত্যন্ত তিতিক্ষাতে প্রাণত্যাগেচ্ছায় বিষ বুদ্ধিতে পান করিয়া কালিদাসকল্প পণ্ডিত হইলেন। তৎকৃত কাব্য তন্নামে খ্যাত এখনো প্রচরদ্রূপ আছে।

এই কালিদাসের বিদ্যালাভোপাখ্যান আচার্য্যপ্রভাকর সুকুমার রাজকুমার ধরাধরকে শ্রবণ করাইয়া কহিলেন হে

প্রিয় শিষ্য এ উপাখ্যানের তাৎপর্য্যার্থ এই মূকও যদ্যপি বৃদ্ধ পণ্ডিত সংসর্গীয় হয় তথাপি সেও বিদ্যাবান হয়। অতএব পণ্ডিতজনসহবাস অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্খ ব্যক্তি স্ত্রীরও ঘৃণাস্পদ হয় ও একান্তানুরাগেতেই বিদ্যালাভ হয় এবং উত্তম বিদ্বান যদি দোষাঘ্রাতও হন তথাপি বিদ্যাগৌরবে বিশিষ্টজননিকটে সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাভাগী হন। তাহার এই দৃষ্টান্ত যে কালিদাস বেশ্যাসক্ত হইয়াও পাণ্ডিত্য কবিত্ব নিমিত্তক গৌরবাতিশয়ে অতিযশস্বী ও পণ্ডিতমণ্ডলীমান্য হইয়া তৎকলঙ্কশঙ্কালেশে আবিষ্টও হন নাই যেহেতুক গুণগণমধ্যে এক দোষ গুণিজনেরদের সমীপে গণনীয় হয় না যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক। অতএব হে ধরাধর বৃদ্ধ বিচক্ষণেরদের দৃষ্টদোষ সত্ত্বেও তদ্দোষ দৃষ্টি না করিয়া সম্মানপুরঃসর তন্মুখনির্গত শাস্ত্র কথারস পান করত কাল যাপন করিও। যেমন দোষানুসন্ধান না করিয়া বিষ্ঠাভোগি গোরুর দুগ্ধ পান সকল বিশিষ্টেরা করেন। নির্দোষ মূর্খের বাক্য কর্ণেতেও শ্রোতব্য নয় যেমন কুশমূলভক্ষক বন্যশূকরীর স্তন্যরস অপেয়। আর নীচ অপাদান হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহীতব্য মদিরাকলসস্থিত সুবর্ণের ন্যায়। তবে যে নীচসহবাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ সে মূর্খ নীচসহবাসপর কেন না যে মূর্খ সেই নীচ যে পণ্ডিত সেই উত্তম। জাতিকৃত উত্তমাধম বিবেচনা কিছু নয় যেহেতুক তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতমাত্রের তত্ত্ব নিশ্চয় একরূপই জাত্যাদিকৃত যে বিশেষ সে কেবল ব্যবহারিক পারমার্থিক নয়। পণ্ডিত শত্রুও ভাল মূর্খ মিত্রও কিছু নয়। বরং পণ্ডিত শত্রুত্বং নচ মূর্খেন মিত্রতা। বানরেণ হতো রাজা বিপ্রচৌরেণ রক্ষিতঃ। ইহার কথা।

মূর্খামোদিনামে এক রাজা আপনার অত্যন্ত প্রিয় প্রত্যয়িত এক বানরকে স্বীয় শয্যার চৌকিতে নিযুক্ত করিয়া স্বসমীপে রাখিয়াছিলেন। একদিবস ঐ রাজা খড়্গাহস্ত বানরকে স্বীয় রক্ষার্থে খট্টানিকটে জাগরূক করিয়া আপনি শয্যাতে নিদ্রা গেলেন। বানর হস্তে খাঁড়া ধরিয়া পালঙ্কের কাছে সাবধান হইয়া থাকিল। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত কুক্ষণজন্মদোষে চোর হওত ঐ রাজার শয়নাগারে সিঁদ দিয়া ধনাপহরণ ইচ্ছাতে ঐ গৃহকোণে লুক্কায়িত আছেন। ইতোমধ্যে মশারির বন্ধনরজ্জুর

ছায়া ঐ রাজার বক্ষস্থলে পড়িয়াছিল। সে ছায়া সর্প জ্ঞান করিয়া তাহা বিনষ্টকরণ ইচ্ছাতে রাজার বুকের উপর আঘা তার্থে বানরকে খাঁড়া উঠাইতে দেখামাত্রে ঐ লুক্কায়িত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বানরের হস্তহইতে হঠাৎ খড়্গ লইয়া ঐ বানরের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। রক্তপাতে রাজা ভগ্ননিদ্র হইয়া উঠিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণ ভয়ে সিঁদ পথদিয়া পলায়ন করিল। পশ্চাৎ রাজা সে মৃতবানরকে দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া তৎকারণ অনুস ন্ধান করত সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ঐ চোর ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে তত্ত্ব করিয়া আনাইয়া বহু মানদানে সম্মান করিয়া নিজসভা পণ্ডিতপদে স্থাপিত করিলেন। এবং তদবধি মূর্খের সঙ্গে প্রীতি পরিত্যাগ করিলেন।

অতএব হে শিষ্য ক্ষণমাত্রও মূর্খসংসর্গ করিবে না পণ্ডিতের সহবাস সর্ব্বদা করিবা। সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি। পণ্ডি তের আজ্ঞাবর্ত্তি রাজকুমারেরা নীতিজ্ঞানে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সা ম্রাজ্য লক্ষ্মীর আশ্রিতরূপে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বিরাজমান হন। এবং বিদ্যাবিনয়যুক্ত অমাত্যগণে শোভিত যে অবিনীত রাজা তিনি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যপদপ্রাপ্ত হইতে পারেন যেহেতুক মূর্খ মন্ত্রিসহকারী যে রাজা সে অবশ্য দুষ্কর্ম্মা হয়। বিশিষ্ট শিষ্ট মন্ত্রী আছে যে রাজার তিনি যদি দুষ্টস্বভাবও হউন তথাপি সৎকর্ম্ম কারী হন। অতএব রাজারদের উত্তম অমাত্য করা নীতিসিদ্ধ। ইহার কথা।

এক ব্যাঘ্ররাজ বিন্ধ্যাটবীতে ছিল তাহার মন্ত্রী ভদ্রাভদ্র বস্তুবিবেচক ও সদাচার এক রাজহংস ছিল। এক দিবস ঐ বনেতে এক মুনিবালক ফল পুষ্প কুশ জল লইয়া বেদ ধ্বনি করত যাইতেছেন। ইহার মধ্যে ঐ ব্যাঘ্ররাজ তাঁহাকে দেখিয়া ভক্ষণার্থ উদ্যুক্ত হবামাত্রে ঐ রাজহংস মন্ত্রী হাঁহাঁ করিয়া নিবারণ করিলেন ও কহিলেন হে রাজন্ এ ব্রাহ্মণ তো মার কুলপুরোহিত ইঁহার পিতা তোমার পিতাকে অনেক বেদ বিহিত কর্ম্ম করাইয়া স্বর্গীয় করাইয়াছেন ইনি তাঁহার পুত্র তোমার নিকটে পরিচিত হন নাই কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ বা সর ইনি তোমাকে শ্রাদ্ধ করাইয়া তোমার নিকটে পরিচিত

হইতে আসিয়াছেন। অদ্য তোমাকে নিরামিষ একবারমাত্র ভোজন করিয়া থাকিতে হয় পরদিবসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ব্যাঘ্ররাজ মন্ত্রির এই বাক্যে তদ্ভক্ষণে নিবৃত্ত হইল। অনন্তর হংস ব্রাহ্মণকে আশ্বাস করিয়া কহিল হে ব্রাহ্মণ তোমাকে বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে তবে তোমার প্রাণরক্ষা হবে। এ বাঘের বাপের শ্রাদ্ধে লাভ ভাব যা হউক প্রাণ পাইয়া যে ঘরে যাও এই পরম লাভ। এ শ্রাদ্ধের যজমান ও যাজক ও ভোজক ও আয়োজনকারক সকলি তুমি। অতএব ব্যাঘ্র মহাশয় কর্তৃক ভক্ষিত পথিকেরদের পাথেয় সামগ্রী এই যে সকল পড়িয়া আছে তাহা লইয়া শীঘ্র পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। মন্ত্রি রাজহংসের এই বাক্যে ব্রাহ্মণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইল তাহা লইয়া বাটীতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পরে দ্বিতীয় বৎসরে ঐ রাজহংস মন্ত্রির পরলোক হইলে এক শুকপক্ষী ঐ ব্যাঘ্র রাজের মন্ত্রী হইল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ ধনলোভে পুনর্ব্বার ব্যাঘ্র রাজের বাসার নিকটে আসিয়া রাজহংস মন্ত্রির অন্বেষণ করিতে লাগিল। মন্ত্রি শুকপক্ষী ব্রাহ্মণকে কহিল হে ব্রাহ্মণ তুমি কাহার তত্ত্ব কর তোমার এথা কি প্রয়োজন অতিনিকটে যে ব্যাঘ্ররাজ আছেন ইহা তুমি কি জাননা।

ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি রাজহংস মন্ত্রিকে তত্ত্ব করি এ স্থানে যে ব্যাঘ্ররাজ আছেন তাহাও জানি কিন্তু রাজহংস মন্ত্রী আমাকে গত বৎসর কিছু বার্ষিক দিয়াছিলেন আমি তদর্থে আসিয়াছি তিনি কোথায়। শুকমন্ত্রী ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া স্বসৌজন্যে ব্রাহ্মণকে কিছু দিয়া কহিলেন বিদায় হও এস্থানহইতে শীঘ্র প্রস্থান কর ব্যাঘ্ররাজ উঠিলে প্রাণ পাওয়া ভার হবে। শুকের এই বাক্যে ব্রাহ্মণ বার্ষিক পাইয়া ঘরে গেলেন। তদনন্তর তৃতীয় বৎসরে ব্রাহ্মণ বার্ষিক সাধিতে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই বৎসর শুকমন্ত্রির কালহওয়াতে এক শারিক পক্ষী ঐ ব্যাঘ্ররাজের মন্ত্রী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সে বৎসরেও বার্ষিক পাইয়া স্বালয়ে গেল। পরে চতুর্থ সম্বৎসরে শারিক মন্ত্রির লোকান্তর হইলে পর এক ঠোঁট কাটা কাক ব্যাঘ্ররাজের অমাত্য হইয়াছিল ঐ ব্রাহ্মণ ধনের প্রত্যাশাতে পুনশ্চ সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠোঁট

কাটা মন্ত্রী ব্রাহ্মণের বার্ষিক প্রার্থনার নিবেদন শুনিয়া তাঁহাকে কহিল থাক২ আমি রাজাকে নিবেদন করিয়া তোমাকে বার্ষিক দিতেছি। ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিয়া কাক ব্যাঘ্ররাজ সমক্ষে নিবেদন করিল হে মহারাজ আপনি কি কোন ব্রাহ্মণকে কিছু২ বার্ষিক প্রতিবৎসর দিয়া থাকেন। ব্যাঘ্র কহিল পূর্ব্ব মন্ত্রিরা কুলপুরোহিত ব্রাহ্মণবালককে আমার পিতৃস্বর্গার্থে কিছু দিয়া থাকেন ইহা জানি। কাকধূর্ত্ত কহিল হে রাজন্ মনুষ্য আপনার ভক্ষ্য বহুভাগ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায় সে ভক্ষ্য অকস্মাৎ আসিয়া আপনিই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে সে দুর্লভ ভক্ষ্য সামগ্রী ত্যাগ করিয়া ধন ব্যয়পূর্ব্বক মৃত পিতার তৃপ্তি হইবে এই মিথ্যা প্রত্যাশা সে কেবল উপস্থিত ত্যাগ অনুপস্থিত কল্পনাকারি ভ্রান্তেরদের বকাণ্ডপ্রত্যাশামাত্র। অতএব অদ্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধদিবস পুণ্যকাল ব্রাহ্মণের পবিত্র মাংস সুখে ভোজন কর যথাকালে সুখেভোজনই স্বর্গ আত্মসুখেই সর্ব্বসুখ আত্মদুঃখেই সর্ব্বদুঃখ। প্রসাদভোগি ভৃত্যবর্গ আমরাও কিঞ্চিৎ২ প্রসাদ ভক্ষণ করি। এতাদৃশ বচনে ঠোঁট কাটা কাক মন্ত্রির প্রদীপ্ত স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্যাঘ্ররাজ বিপ্রকে অতিশীঘ্রই ভক্ষণ করিল। কাক উচ্ছিষ্ট মাংস নাড়ীভুঁড়ী লইয়া বন্ধু বর্গের সহিত পরমানন্দে ভোজন করিল।

আচার্য্যপ্রভাকর কহিলেন হে রাজকুমার অতএব কহি উত্তম গুণবান মন্ত্রির গুণেতে রাজা উত্তম হন। অধম অমাত্যের অপরাধেতে রাজা অধম হন। আর অনিষ্টহইতে যে ইষ্ট লাভ তার শেষ ভাল হয় না যেহেতুক তাহা করিয়া এই লুব্ধ ব্রাহ্মণ পরম ধনরূপ যে প্রাণ তাহা হারাইল। অতএব নীতিজ্ঞানশালি পণ্ডিতেরদের অনিষ্টহইতে ইষ্ট লাভ তবেই কর্ত্তব্য হয় যদি আত্মরক্ষা করিয়া তাহা করিতে পারাযায় অন্যথা নয়।

ইহার কথা। পঙ্ককোট বনমধ্যে এক ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী সুখে বাস করে। কালপ্রভাবে ঐ বাঘিনীর কালহওয়াতে ব্যাঘ্র স্ত্রীবিয়োগে অতিকাতর হইয়া বিবাহার্থ উন্মত্তপ্রায় হইল। স্বয়ং অনেক অন্বেষণ করিয়া কোথাও কন্যা না পাইয়া পথিকেরদিগকে

ভক্ষণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার স্বর্ণরূপ্যাদি যথেষ্ট সামগ্রী লইয়া রাত্রিকালে এক ঘটক ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে আসিয়া গভীর স্বরে ডাকিয়া কহিল। ঘটক ঠাকুর তোমরা সকলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিবাহের মধ্যস্থ হইয়া পণের অংশ কিছু পাইয়া শুভকর্ম্ম লগ্নানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাক। আমি আগেই প্রচুর ধন আনিয়াছি তাহা নির্ভয়ে লও আমার বিবাহ যেরূপে হয় তাহা শীঘ্র কর। কন্যার কুল শীল সৌন্দর্য্য বয়স আমার কিছু নির্ব্বন্ধ নাই যেমন তেমন একটা স্ত্রীমাত্র হইলেই হয়। ঘটক ব্যাঘ্রের এই ডাক শুনিয়া শঙ্কাতে নিরুত্তর হইয়া মৌনাবলম্বনে থাকিল। ব্যাঘ্র রাত্রিশেষপর্য্যন্ত প্ররোচনা বচন নানাপ্রকার কহিয়াও ভীত ঘটকহইতে কিঞ্চিৎমাত্র উত্তর না পাইয়া আনীত দ্রব্য সকল দ্বারে ফেলাইয়া অতিপ্রত্যূষে পরাঙ্মুখ হইল।

প্রভাত হইলে পরে ঘটক গবাক্ষ দ্বার দিয়া দ্বারপরিসরে বহুসম্পত্তি পড়িয়া থাকিতে এবং ব্যাঘ্রকে সেথা না থাকিতে দেখিতে পাইয়া শীঘ্র কপাটের হুড়কা খুলিয়া সমস্ত দ্রব্য উঠাইয়া ঘরে লইয়া রাখিল। পরে কএক দিনের পর ঐ বিবাহরোগি ব্যাঘ্র পূর্ব্ববৎ আসিয়া স্বার্থ বিষয়ে অত্যন্ত ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত মন্দমন্দ স্বরেতে সবিনয় বচনে ঘটককে সমাদর পুরঃসর আহ্বান করিয়া কহিল। হে ঘটকরাজ মহাশয় আপনি আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিওনা আমাহইতে তোমার ভয় কিছু নাই। আমি কেবল বিবাহার্থী অন্যার্থী কদাচ নহি যদি অন্যাভিলাষী হইতাম তবে কেন তোমার দ্বারে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া থাকিয়া নিশাবসানে ফিরিয়া যাইতাম আমার অন্যাভিলাষ কি অন্যত্র সিদ্ধ হইতে পারে না। তুমি জান আমি যে রাত্রে তদ্রূপ আচরণ করিয়াছি অতএব তোমার যে সে সংশয় সে কেবল আমার অদৃষ্টে করে। মনে২ অলীক সংশয়ে সুসাধ্য পরোপকার ত্যাগ পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়। আমি ভার্য্যাদরিদ্র ভার্য্যার অভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রারহিত হইয়াছি। তোমাহইতে অনেকের পত্নীপ্রাপ্তি হইয়াছে এই প্রত্যাশাতে আমি তোমার দ্বারে কুক্কুরের মত পড়িয়া থাকিয়া ভেকুতেছি। তুমি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেই অতিনিস্ব ব্যক্তির সম্পত্তিপ্রাপ্তির ন্যায় আমার ভার্য্যালাভরূপ জীবনলাভ হয় আমি যাবজ্জীবন তোমার

নিকট কুকুরের ন্যায় হইয়া থাকিব। আজিও অনেক ধন আনিয়াছি এই দেখ নেও আর যখন যত দ্রব্য পাবো তাহাসকল মুটিয়ার মত মস্তকে করিয়া তোমার ঘরে আনিয়া দিব তোমার অনিষ্টাচরণ কদাচ করিব না আমি ইহা সত্য করিয়া কহিতেছি কদাচিৎ অন্যমত হইবে না।

স্ত্রীবাসনাতে হতবুদ্ধি বিবাহব্যাকুল ব্যাঘ্রের এ কথা শুনিয়া নীতিজ্ঞাননিপুণ ঘটকচূড়ামণিব্রাহ্মণ সুদৃঢ়কপাটে বদ্ধদ্বার ও উচ্চ প্রাচীরবাটীমধ্যে থাকিয়া ব্যাঘ্রকে কহিল হে ব্যাঘ্র তুমি নখী আমার খাদক তাহাতে আবার স্বার্থপর। আমি মনুষ্য তোমার খাদ্য তোমাহইতে সর্ব্বদা মরণসন্ত্রাসেতে অত্যন্ত ভীরু। এবং বিবাহ ও বিরোধ ও প্রীতি সমান ব্যক্তির সঙ্গে কর্ত্তব্য হয় অপ্রতিযোগির সহিত করা অনুচিত। তোমার সজাতীয়েরাই তোমার তুল্য। অতএব তাহারদের এবং তোমারও আমার সঙ্গে সংঘটন কিরূপে হইতে পারে। অতএব এ মিথ্যা আশাতে ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া অন্য চেষ্টা কর। ব্যাঘ্র কহিল হে বিপ্র শুন কার্য্যবিশেষের গৌরবে খাদ্য খাদকতা নিমিত্ত বিরোধিরদেরও একত্র সংঘটনাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। ইহার এক কথা কহি শুন।

এক ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ পাকার্থে পেটিকা অর্থাৎ ঝাইল খুলিয়া জিরামরিচ তেজপাত হিঙ্গু সম্বরা অর্থাৎ সন্তোলনদ্রব্য সর্ষপ ও হরিদ্রা প্রভৃতি পাকসামগ্রী লইয়া পাকব্যগ্রতাপ্রযুক্ত ঝাঁপি না বাঁধিয়া আঁদুল ফেলাইয়া পাক করিতে গেল। ইত্যবসরে এক ইঁদুর আসিয়া সর্প ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ পেটিকামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিল। তৎপশ্চাৎ ক্ষুধিত ধাবমান এক সর্পও ঐ পেটিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণবধূ পেটিকামধ্যে সর্পকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হঠাৎ আসিয়া ঐ পেটিকার ঢাকুনি টানিয়া দিয়া শিকল লাগাইয়া দিল। সর্পকে দেখিয়া উন্দুর ভয়েতে কাষ্ঠপ্রায় হইয়া থাকিল। সর্প পেড়াতে বদ্ধ হইয়া মনে চিন্তা করিল এ পেটিকা কাটিয়া পথ করিবার ক্ষমতা আমার নাই মূষা দাঁতে কাটিয়া দ্বার করিবে পরে যদি উপস্থিত এ ইঁদুরকে ভক্ষণ করি তবে আমারও এই মরণ